



Age of dark fitnah

এজ অফ ডার্ক ফিতনা

অন্ধকার ফিতনার যুগ

ওয় খন্ড

Rooh Maahmood

Age of dark fitnah

এজ অফ ডার্ক ফিতনা

অন্ধকার ফিতনার যুগ

৩য় খন্ড

Rooh Maahmood

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি।

এজ অফ ডার্ক ফিতনা বইয়ের আগের দুই খণ্ড যারা পড়েছেন, তারা জানেন যে সেগুলো আমার ফেসবুকে দেয়া পোস্টের সংকলন। এটাও একই ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে।

অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ড আপনাদের সামনে উপস্থাপনের পর থেকে, আবার যেই পোস্ট গুলো দিয়েছিলাম, সেগুলো দিয়ে এই তৃতীয় খন্ড সাজিয়েছি।

আসলে এটাকে বই না বলে পোস্ট সংকলন বলাই ভাল হবে।

হয়তো এখানে ধারাবাহিকতা নাও পেতে পারেন।

তারপরেও আমি চেষ্টা করব ধারাবাহিকতা বা চেইন মেন্টেন করার। অর্থাৎ কোন একটা পোস্টের সাথে যদি আরেকটা পোস্ট রিলেভেন্ট থাকে তাহলে সেটাকে একটার পর একটা দিয়ে সাজানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

মূলত এই বই বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার পোস্টগুলো একত্রিত করে রাখা। কারণ প্রায় সময় আমার আইডি ডিজেবল করে দেয়া হয়। ফলে আমার সমস্ত পোস্ট হারিয়ে যায়।

তাছাড়া অনেকে আমার লেখাগুলো পড়তে চায় বা আমি যখন নতুন কোন পোস্ট দেই সেটার সাথে আগের পোস্টের একটা কানেকশন থাকে। তো ওই ক্ষেত্রে সেই আগের পোস্ট যদি কারো পড়া না থাকে তাহলে তার জন্য আমার নতুন পোস্ট বুঝা কঠিন হয়ে পড়ে। সে জন্যই মূলত আমার পোস্টগুলোকে একত্রিতকরণ করা।

তবে আলাদা করে যেমন "তুর পাহাড়ের যাত্রী" সম্পূর্ণ বই আকারে লিখেছি। ভবিষ্যতে এরকম আরো লিখার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ। দোয়ার দরখাস্ত।

সূচিপত্র:

কার্টুন মুভি গান ইত্যাদিতে প্রেডিকশন করে কিভাবে?

প্রমোটিং ক্যানিবালাজম (জন্ম):

বাংলাদেশে ক্যানিবালাজম?

ভাইরাল ফেতনা:

পারমানবিক বোম; মিডিয়ার প্রচার বনাম বাস্তবতা:

বিশ্ব মোড়ল হওয়ার পারমাণবিক টেকনিক:

ট্র্যাকিং প্রযুক্তি এসেছে জিন ও যাদুশাস্ত্র থেকে:

দাজ্জাল সূর্যকে কিভাবে আটকাবে:

দাজ্জাল সূর্যকেই আটকাবে, নাকি ব্যারিয়ার দিবে?

দাজ্জালের ১ দিন / ১ বছর বনাম মেরু অঞ্চলের আমল:

দাজ্জালের সাবলিমিনাল সাপোর্টার:

দাজ্জাল্কে, দাজ্জাল বললে কি হতে পারে?

দাজ্জাল নিয়ে পড়ে থাকি?

একটি নতুন দাজ্জালী ফিতনা (মিডজার্নি এআই)ঃ

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ:

দাজ্জাল হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাইন্ড গেমার:

দাজ্জালি ফেতনা গুলোকে চিনতে হলে অভদৃষ্টি প্রয়োজন:

সাইরেন সমাচারঃ (গ্রীক দেবীর মিউজিক বা চিংকার)

"স্যাকিউবাস (ম্যান সিডিউসার নারী জিন)ঃ

ক্রিওস্লিপ বনাম আসহাবে কাহাফ:

আমরা বিজ্ঞানের নয় বরং অপবিজ্ঞানের বিরোধিতা করিঃ

কাগজ (ডলার, টাকা) বনাম স্বর্ণ:

দাজ্জালি অর্থনীতিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে:

প্রকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে সব সময়ঃ

পৃথিবী গোলাকার, তবে বলাকার নয়ঃ

আমাদের কাছে দুই ধরনের এলম রয়েছে:

কালো যাদুর মহামারীঃ

বদনজর সত্য:

ঈসা (আ.) কোথায় এবং কখন অবতরণ করবেন?

জায়েজ নাজায়েজ এর অদ্ভুত মানদণ্ড:

জাহান্নামী স্টাইলের জুতা:

সূর্য, শয়তানের সিং ও সেলফি:

হিলা বিয়ে ও নারীর সম্মান:

আতর ব্যবহারে কিছু লক্ষণীয় বিষয়:

নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে করায় কি কোন অসুবিধা আছে?

প্রেমিক প্রেমিকার মিথ্যা ভালোবাসার ফাদঃ

মাদ্রাসার ছেলেমেয়েদের অপকর্মের দায়ভার কার?

মায়ান (কুফুরি) ক্যালেন্ডার ও ভবিষ্যৎবাণী:

মুসলিম ন্যাড়ারা ক্রোনা সিনেমা থেকে শিক্ষা নেয়নি:

শান্তি ও শান্তির আসবাব দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস:

সত্যিকারের আলেমকে চিনার খুব সহজ পদ্ধতি:

সুখ কোথায়? ১০ হাজার টাকা বেতনে, নাকি আড়াই লাখ

টাকা বেতনে?

বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদন:

মূর্তি পূজার আরো একটি নতুন কৌশল:

শয়তান দুনিয়াকে ছোট এবং তুচ্ছ হিসেবে দেখাতে চায়:

আল্লাহর রাসূলের আসমান ভ্রমণ বনাম কাফেরদের আসমান

ভ্রমণঃ

একটি পর্দাশীল মেয়ে এবং দুইটি দৃষ্টিভঙ্গিঃ

কৃত্রিম অপচিকিৎসা থেকে বের হয়ে ন্যাচারাল (আয়ুর্বেদিক)

চিকিৎসায় ফিরে আসুনঃ

চুল বিক্রির ফেতনা:

ছাত্রদের জন্য গবেষণার সুযোগ বেশি:

জেনারেল লাইন থেকে যারা দ্বীনের উপর আসছেন:

ঝড়ের সময়ের বাতাস এবং ইস্রাফিল (আ) এর ফু:

দাজ্জালি সিলেবাস তৈরি হয়েছে, আপনাকে সারাজীবন দাস
বানিয়ে রাখার জন্যঃ

ফেতনা গুলোর নতুন নতুন মোড়ক:

মুসলিম উম্মার বয়স আর ৫০ বা ১০০ বছর?

স্বামী স্ত্রীর মিলন বনাম গাইনোকোলজিক্যাল ব্যবসা:

কাটুন মুভি গান ইত্যাদিতে প্রেডিকশন করে কিভাবে?

এসব নিয়ে আমার ভিডিও এবং বইতে অনেক আগেই আলোচনা করেছি। নতুনদের জন্য আবারও পুরনো কথা সংক্ষেপে আলোচনা করে নতুন কিছু তথ্য দিচ্ছি।

হাদিস অনুযায়ী আমরা জানি আল্লাহ যখন কোন কিছুর ফয়সালা করেন তখন সেগুলো নিয়ে ফেরেশতারা আলোচনা করতে থাকেন। জিন শয়তানেরা প্রথম আসমানের কাছাকাছি গিয়ে সেগুলো শোনার চেষ্টা করে। যদিও তারা কিছু তো শুনতে পায়ইনা, বরং উল্কার আঘাতে কেউ ধ্বংস হয়ে যায় আবার কেউ পালিয়ে আসে।

পালিয়ে আসা জিনেরা অনুমানের উপর নির্ভর করে সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে পৃথিবীর গণকদের কাছে সেগুলো বর্ণনা করে। আর শয়তান পূজারীরা সেসবকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন মুভি, সিনেমা, কাটুন ইত্যাদিতে প্রেডিকশন করে থাকে। ঝড়ে বক মারার মত কিছু কিছু বিষয় মিলে যাওয়ার কারণে আমরা মনে করি ওরা ভালই প্রেডিকশন করতে পারে।

এ কথাগুলো আমি আগেও বলেছি এবার সাথে নতুন কিছু এড করে দিচ্ছি। আমরা যেগুলোকে প্রেডিকশন মনে করি সেগুলো প্রেডিকশন নাও হতে পারে বরং পূর্বপরিকল্পনা হতে পারে।

যেমন ধরুন আমি যদি কোন এলাকার মেয়র হই। তাহলে আমি পরিকল্পনা করতে পারি যে 2030 সালে আমার এলাকাতে এটা করব, সেটা করব। কিন্তু সেটা আমি মানুষকে সরাসরি না জানিয়ে বিভিন্ন ভিডিও বা অন্য কোনো মাধ্যমে বুঝাবো যে আমার এলাকায় এরকম হয়ে যাবে। তো 2022 সালে আমার তৈরি করা ভিডিও দেখলেন আর 2030 সালে তা গিয়ে দেখলেন বাস্তবায়িত হয়েছে। তাহলে এটা কি প্রেডিকশন হলো? এটাতো পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজানো হলো।

আরো সহজ করে বুঝুন। ধরুন ইলুমিনাতির সদস্যরা পরিকল্পনা করলো 2025 সালে ট্রাম্পকে হত্যা করবে। তাহলে তারা এখনই সেটা কার্টুন বা সিনেমার মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে পারে। এটা একটা মাইন্ড গেম। মানুষের মাথায় আগে থেকেই শয়তানি পরিকল্পনাগুলোকে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং সহজ স্বাভাবিক করে দেয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে মানুষ এগুলোকে ন্যাচারাল এবং প্রেডিকশন মনে করছে। অথচ এগুলো হচ্ছে তাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের পূর্ব প্রস্তুতি। আশা করি এসব সাটানিস্টদের প্রেডিকশন ভিত্তিক কার্টুনগুলোর বিষয় বুঝতে পেরেছেন ইনশাআল্লাহ। আর তাদের সব প্রেডিকশন বা পরিকল্পনা যে বাস্তব বা সফল হবে তাও কিন্তু নয়। কারণ আল্লাহ তালাই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।

প্রমোটিং ক্যানিবালাজম (জম্বি):

মানুষের ব্রেন ওয়াশ করার জন্য শক্তিশালী কিছু মাধ্যমের মধ্যে অন্যতম একটি মাধ্যম হলো মুভি ইন্ডাস্ট্রি। মুভির দ্বারা মানুষের মগজ কে খুব সহজেই ধোলাই করা যায়। অবাস্তব এবং মিথ্যা ও কাল্পনিক জিনিসগুলোকে মানুষের সামনে সত্য এবং বাস্তব হিসেবে তুলে ধরা যায়। একটা জাতির তরুণ সমাজকে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় মুভির দ্বারা। দাডজালের অনুকূলে প্লাটফর্ম তৈরি করার জন্য অন্যান্য সিক্রেট সোসাইটির পাশাপাশি মুভি ইন্ডাস্ট্রি গুলোও প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

আজকে আমি আপনাদের সাথে ক্যানিবালাজম প্রচারকারী কিছু মুভি নিয়ে আলোচনা করব। ক্যানিবালাজম (নরমাংস) ভক্ষণ নিয়ে অসংখ্য মুভি বের হয়েছে। তার মধ্যে দুটি মুভির সারসংক্ষেপ আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

প্রথম মুভি হলিউডের।

এই মুভিটিতে একটা দম্পতিকে দেখানো হয়। যারা দুজনে মিলে একটি কসাইখানা পরিচালনা করে। তাদের ব্যবসা ভালো যাচ্ছিল না। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভিতর গন্ডগোল লেগেই থাকে। একদিন তারা লংড্রাইভে বের হলে তাদের

গাড়ির আঘাতে একটি ছেলের মৃত্যু হয়ে যায়। পুলিশের ভয়ে তারা ছেলেটির লাশ নিজেদের গাড়িতে করে বাসায় নিয়ে আসে। তারা পরিকল্পনা করে এটাকে টুকরো টুকরো করে একটু একটু করে নদীতে ফেলে দিবে। পুরুষ লোকটা সেটাকে কেটেকুটে এক জায়গায় রেখে দিয়েছে। পরের দিন সকালে তার স্ত্রী ভুলবশত সেখান থেকে কিছু গোস্তু মানুষের কাছে বিক্রি করে ফেলে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তার কিছুক্ষণ পরে যে ক্রেতার কাছে বিক্রি করা হয়েছে, সে এসে আবার সেই গোস্তুত চায়। কারণ ওই ক্রেতা এই গোস্তু খেয়ে খুব টেস্ট পেয়েছে। সে এটা বেশি দাম দিয়েও কিনতে রাজি।

যেহেতু এই দম্পতি অভাবী তাই তারা এই সুযোগটি কাজে লাগালো। তারা এটাকে ইরানিয়ান পর্কের গোস্তুত বলে চালিয়ে দিল। ধীরে ধীরে তাদের এই গোস্তুতের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারা একটা জিনিস খেয়াল করলো যারা টোটাল ভেজিটেরিয়ান, তাদের গোস্তু খুব মজাদার হয়। অনেকটা গৃহপালিত তৃণভোজী পশুর মত। তাই তারা ভেজিটেরিয়ান মানুষদেরকে হত্যা করে তাদের গোস্তুত বিক্রি করা শুরু করলো। ক্রেতারাও ভিন্ন ধরনের স্বাদের গোস্তুত পেয়ে খুব খুশি এবং বেশি দাম দিয়ে প্রতিনিয়ত কিনে নিতে থাকলো।

দ্বিতীয় মুভি বলিউডের।

এখানে দেখানো হয় একজন ভেজিটেরিয়ান স্টুডেন্ট তার রিসার্চের জন্য নিজ শহর ছেড়ে দূরে একটি শহরে যায়। সেখানে তার সাথে একজন ডাক্তারের পরিচয় হয় যে ছিল মাংসভোজী। এই ডাক্তার মহিলা বিভিন্ন ধরনের মাংস খেতে পছন্দ করত। স্টুডেন্ট ছেলেটি তার সাথে থাকতে থাকতে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ছেলেটি খুব ভালো রান্না করতে পারে। সে বিভিন্ন সময় রান্না করে ডাক্তার মহিলাটিকে খাওয়ায়। একসময় ছেলেটার মাথায় এক অদ্ভুত চিন্তা আসলো। সে ভাবলো তাদের এই সম্পর্ককে আরো বেশী মজবুত করবে ভিন্ন এক উপায়ে। যেহেতু মহিলাটি মাংস প্রেমী ছিল তাই ছেলেটা পরিকল্পনা করলো নিজের গায়ের গোশত মেয়েটাকে খাওয়াবে।

ছেলেটা তার ডাক্তার বন্ধুর কাছে গিয়ে অপারেশন করিয়ে নিজের উরু থেকে কিছু গোশত কেটে নেয়। এবং তা রান্না করে মেয়েটিকে খাওয়ায়। মেয়েটির সেটা খাওয়ার পর বলে এমন মজাদার ও সুস্বাদু মাংস আমি এর আগে কখনো খাইনি। তারপর ছেলেটি যখন বলে এটা আমার গায়ের গোশত তখন মেয়েটির সাথে সাথে বমি করে দেয়। কিন্তু সে এই স্বাদ ভুলতে পারেনা। কিছুদিন পর মেয়েটা আবার ছেলেটার কাছে মানুষের গোশত খাওয়ার আবদার করে। এভাবে সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর তারা মানুষকে হত্যা করে মানুষের গোশত খাওয়া শুরু করে।

তো এই হল হলিউড এবং বলিউডের দুটি মুভির সারসংক্ষেপ। এখানে একটা কথা ভালো করে বুঝে নিন। আমি কোন মুভির রিভিউ দিচ্ছি না। আর এটা আমার কাজ নয়, আপনারা ভাল করেই জানেন। আমি আসলে শয়তানের পরিকল্পনাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি। শয়তান যখন কোনো অপসংস্কৃতি পৃথিবীতে প্রমোট করতে চায়, তখন সর্বপ্রথম সে তার স্যাটানিক অরগানাইজেশন হলিউডকে দিয়ে শুরু করে। এরপর তা ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে খুব সহজেই ছড়িয়ে যায়। মানুষ সেটাকে আধুনিকতা, ট্রেন্ড ও ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

মুভি দুটোতে খেয়াল করেছেন যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তারা ভেজিটেরিয়ান। অর্থাৎ এখানে বুঝানো হয়েছে ভেজিটেরিয়ান মানুষদের গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু। এখন হয়ত আপনারা ভাবছেন আরে ভাই এগুলো তো মুভি। অবাস্তব, কাল্পনিক। এগুলো কখনোই বাস্তবে হবেনা। কিন্তু আপনি যদি সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেন তাহলে এই বিষয়টা ধরতে পারবেন। এইযে ক্যানিবালাজম কে বারবার প্রচার করা হচ্ছে এবং পাশাপাশি এটাও বলা হচ্ছে যে মানুষের গোস্ত খুব সুস্বাদু। এই জিনিসটাই সাধারণ মানুষের মগজের বসে যাচ্ছে। কিছু মানুষ একসময় সত্যিকার অর্থেই মানুষের গোশত টেস্ট করার চেষ্টা করবে। অনেকে অবশ্য রীতিমতো বিভিন্ন জায়গায় সেটা করেছেও। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের

মাস্টার প্ল্যান। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীবাসীকে মানুষখেকো
জম্বি তথা ইয়াজুজ-মাজুজ এ পরিণত করতে চায়।

এর থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে তরুণ সমাজকে মুন্ডি থেকে
ফিরিয়ে আনতে হবে। ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে
হবে। শেষ জামানার ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের সামনে
আলোচনা করতে হবে। তখন তারা এসব স্যাটানিক
এজেন্ডাকে ধরতে ও বুঝতে পারবে এবং তা থেকে বেঁচে
থাকতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশে ক্যানিবালাজম?

ক্যানিবালাজম (নরমাংস ভক্ষণ) নিয়ে অনেকগুলো পোস্ট আগেই করেছিলাম। সেগুলো আমার বইতে আছে। ফেসবুকে স্ক্রল করতে করতে একটি নাটকের নাম সামনে চলে আসে। ইউটিউব এবং ফেসবুকে ঢুকলেই এটার অ্যাড সামনে আসতো। কিন্তু তখন গুরুত্ব দেইনি।

ফেসবুকের ওই পোস্টটিতে নাটকের সাথে ক্যানিবালাজম এর কথা লিখা ছিল। তাই ট্রেইলারটা দেখলাম। নাটকটিতে একদম সরাসরি মানুষের মাংস খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই নাটকের অভিনেতা অনেক আগে থেকেই ইলুমিনাতির প্রমোট করে যাচ্ছে। এখন সে ক্যানিবালাজমকেও প্রমোট করা শুরু করেছে।

এসব মুভি বা নাটক এর দ্বারা মানুষকে সাইকোলজিক্যালি কন্ট্রোল করা হচ্ছে। যদিও এখন এগুলোকে ফিকশন, থ্রিলার বা কাল্পনিক বলে প্রচার করছে। কিন্তু তবুও কিছু মানুষ ঠিকই লুকিয়ে লুকিয়ে এটার প্র্যাকটিস করবে। আর শয়তানের দল তো এটাই চায়।

তারা বারবার প্রচার করছে মানুষের গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু। অদূর ভবিষ্যতে যখন চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে তখন হয়ত মানুষ মানুষকেই মেরে গোস্ত খাওয়া শুরু করবে, আল্লাহ্ আলম। আর তখনই আপনারা মানুষ খেকো ইয়াজুজ-মাজুহ কে চিনতে পারবেন। এই মানুষ খেকো ইয়াজুজ-মাজুজের কারণে আপনি বাসা থেকে বের হতে পারবেন

না। সেই সময় সবাই সবাইকে মেরে গোসত খাবে। কিন্তু মুমিনরা জিকিরের মাধ্যমে নিজেদের পেট ভরবে।



ভাইরাল ফেতনা:

আমরা দেখছি, বর্তমানে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু (মানুষ, কন্টেন্ট, গান, মুভি, ইত্যাদি) ভাইরাল হচ্ছে। এগুলোর কোনো কিছুই নিজে নিজে ভাইরাল হয়না, অর্থাৎ নিজ যোগ্যতায় ভাইরাল হয়না। বরং শয়তানি সংস্থাগুলো সুপরিকল্পিতভাবে এবং সুকৌশলে এসবকে ভাইরাল করে দেয়। যদিও সেই জিনিসটার ভাইরাল হওয়ার সামান্যতম যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্য নেই।

পাশাপাশি, ওই জিনিসটা আপনার অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও আপনার চারপাশে (অনলাইন, অফলাইন সবজায়গায়) সেটাকে বারবার প্রচার করে আপনার মাথায়ও ঢুকিয়ে দিয়ে, আপনাকেও পছন্দ করতে বাধ্য করে। এক সময় দেখবেন আপনি নিজের অজান্তেই সেই জিনিসের আলোচনা করে ফেলছেন। আবার পরে অনুশোচনা করছেন।

এটা হচ্ছে দাজ্জালিক মাস্টার প্ল্যান। বেঁচে থাকতে চাইলে বেশি বেশি কুরআন তেলোয়াত শুনুন।

পারমাণবিক বোম; মিডিয়ার প্রচার বনাম বাস্তবতা:

নিউক্লিয়ার বোম, পারমাণবিক বা আণবিক বোমা যাই বলুন না কেন এটার কথা শুনলেই মানুষের মনে হিরোশিমা এবং নাগাসাকির কথা চলে আসে। তাই আগে জাপান ট্রাজেডি সরি ড্রামার কথা জেনে নেয়া দরকার। লিংকের দেয়া আর্টিকেলটি আগে পড়ে নিলে ভালো হবে।

https://toorpaahaar.blogspot.com/2020/12/blog-post_48.html

পুরাটা পড়েছেন?

যদি না বুঝে থাকেন তাহলে আবার অনুগ্রহ করে পড়ুন।

যেহেতু আপনি পুরো আর্টিকেলটি পড়লেন সুতরাং আপনি জাপান ড্রামার বিষয়টি বুঝে ফেলেছেন। এখন বাকি আলোচনা বুঝতে আপনার জন্য খুব সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। লিংক এ দেয়া আর্টিকলে একটি লেখা কি খেয়াল করেছিলেন?

জাপানে কথিত পারমাণবিক বোমা ফেলার আগেই সেখানে লিফলেট ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে সতর্ক বরং আতঙ্কিত করে তোলা হয়েছিল।

সুতরাং সেখানে মূল কাহিনী কি ঘটেছিল তা বিচক্ষণ পাঠক এখনই বুঝে ফেলেছেন আশা করি। যারা বুঝেন নি তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মূলতো সেখানে লিফলেট ফেলে

মানুষকে আগেই প্রচণ্ড ভাবে সাইকোলজিক্যালি হিট করা হয়েছে। তখন ছোট কিছু বোমকে মানুষ বিশাল আকারের পারমানবিক বোম মনে করেছিল। অর্থাৎ ইঁদুরকে ড্রাগন মনে করে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

হয়তো এখন অনেকেই বলবেন সেখানে রেডিয়েশনের কারণে বিকৃত শিশু জন্ম নেয়। ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন এই খবরটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা। শয়তানের দল সেই একই পদ্ধতিতে এখনো সাইকোলজিক্যাল গেম খেলছে। মিডিয়াতে পারমানবিক বোম এর কথা এমনভাবে প্রচার করছে যেন সমস্ত মানুষ ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকে। এবং এই কল্পিত বোমের ভয়ে নত হয়ে থাকে।

এটা একটা সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার। অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। ময়দানে যুদ্ধে যাওয়ার আগে, ঘরেই আপনাকে মানসিকভাবে পরাজিত করে দেওয়ার দারুণ এক পদ্ধতি এই সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার। আপনার মনের ভিতরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, পারমাণবিক বোমার কাছে সমস্ত শক্তি কিছুই নয়।

অথচ আদৌ এই জিনিস বাস্তবে আছে কিনা তা নিয়ে কখনোই ভাবার বা গবেষণা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু ঠিকই মিডিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে আপনি নিজেও তা প্রচার করে যাচ্ছেন। আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনাকে দিয়ে ফ্রি ফ্রি কাজ করিয়ে নেয়া হচ্ছে।

তবে পারমানবিক বোম নেই এ কথা বলছি না। সেটা থাকতে পারে। তবে মিডিয়াতে যেভাবে প্রচার করা হয় এবং আমাদের কল্পনাতে যেই রূপ নিয়েছে তেমনটা অবশ্যই নয়।

একটা জিনিস বুঝার চেষ্টা করুন আফগানিস্তানে মোয়াব (MOAB) ফেলা হয়েছিল। অর্থাৎ মাদার অফ অল বোম। সমস্ত বোম এর মা অর্থাৎ সবচেয়ে শক্তিশালী বোম আফগানিস্তানে ফেলা হয়েছিল। তাতে আফগানিস্তানের একটা পাহাড়ও নড়েনি। সুতরাং বুঝে নেয়া উচিত কল্পিত পারমাণবিক বোমার ক্ষমতা কতটুকু?

তবে হ্যাঁ, হয়তোবা কোন বোম নিষ্ক্ষেপ করবে জমিনে। আর উপরে ক্যামট্রেইল বা জিওইঞ্জিনিয়ারিং এর দ্বারা কোন কেমিক্যাল ছড়িয়ে দেয়া হবে যার কারণে মানুষের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে।

এবং এর ফলে জমিতে ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটবে। বাকি আল্লাহ্ আলম।

এবার মানুষের কিছু কৌতুহল নিয়ে আলোচনা করা যাক। অনেকেই পারমাণবিক চুল্লি আর পারমানবিক বোম কে এক করে ফেলে। দুটো তো এক জিনিস নয়। আবার কেউ কেউ পারমাণবিক চুল্লির বিস্তারণকে পারমাণবিক বোমার ক্ষমতার কথা প্রচারের জন্য বলে থাকে।

কেউ কেউ আবার রাশিয়ার চেরনোবিল এর উদাহরণ দিয়ে থাকে।

আমরা বিভিন্ন সময় যেসব বিস্ফোরণ দেখেছি সেখানে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য একসাথে করে রাখা হয়েছিল। তাই সেসব বিস্ফোরণ আশেপাশের কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু একটি বোমাতে কখনোই এত পরিমাণ বিস্ফোরক থাকতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেল পারমাণবিক চুল্লির বিস্ফোরণ আর পারমানবিক বোম এক জিনিস নয়।

আবার কেউ কেউ ডিনামাইট দিয়ে বিন্ডিং ধসিয়ে দেয়ার উদাহরণও দেয়। বিন্ডিং ধসানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পিলারে একটি করে ডিনামাইট সেট করা হয়। তারপর সবগুলিকে একসাথে বিস্ফোরণ করা হয়। ফলে বিন্ডিংটি একসাথে সোজা নিচের দিকে ধসে পড়ে। এটার সাথে পারমানবিক বোম এর তুলনা করার তো প্রশ্নই আসে না।

আবার কেউ কেউ বিভিন্ন ভিডিও দেখে সে রকমটাই মনে করছে পারমাণবিক বোমার এমনটাই ক্ষমতা। অথচ সেসব ভিডিওর বেশিরভাগই মুভির কাটপিস এবং সিজিআই। সুতরাং এসব ভিডিও দেখে বা আর্টিকেল পড়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ শত্রুকে দুর্বল ভাবা ঠিক নয়। তাদের কাছে অবশ্যই আগের চেয়ে উন্নত অস্ত্র এবং

প্রযুক্তি অবশ্যই আছে। কিন্তু দাজ্জালি মিডিয়া যে ভাবে প্রচার করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সেরকমটা নয়।

তবে এই পারমানবিক বোম প্রোপাগান্ডার পিছনে অবশ্যই তাদের সুবিশাল পরিকল্পনা রয়েছে। হয়তো তারা এর প্রচারণা চালিয়ে মানুষের মনে চরম ভীতির সৃষ্টি করে দিচ্ছে। যাতে সমস্ত মানুষ এটার এক্সপ্লোশনের কথা শুনলে ভয়ে যেন মাটির নিচে লুকিয়ে পড়ে। অথবা শহর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যায়।

আবার এমনও হতে পারে যে বিষাক্ত কেমিক্যালের কথা বলে তারা মানুষকে স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নেয়া থেকে বিরত রাখবে। এবং এই সুযোগে তারা অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং গ্যাস মাস্ক এর ব্যবসা করবে। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া অক্সিজেন নিয়েও তারা ব্যবসা শুরু করবে। বাকি আল্লাহ আলম। তো চূড়ান্ত কথা হচ্ছে পারমানবিক বোম থাকুক বা না থাকুক, মিডিয়াতে যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে সেরকমটা অবশ্যই নয়। আর এটার ভয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

তবে সামনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসছে এটা অবশ্যস্বাবী। সেটার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

ও আরেকটা কথা।

অনেকে মালহামা আর পারমাণবিক যুদ্ধ কেও এক করে ফেলে। তারা মনে করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা মালহামা তে

পারমাণবিক যুদ্ধ হতেই হবে অর্থাৎ পারমানবিক বোম ব্যবহার করতেই হবে। এবং একসাথে শতকরা ৯৯ জন মারা যাওয়ার জন্য পারমানবিক বোম ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। অথচ কমনসেন্স টুকু ব্যবহার করলেই বুঝা যায় যে এর জন্য পারমানবিক বোম জরুরী নয়। ১০০ তে ৯৯ জন মারা যাওয়ার আরও বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। সেটাকে পারমানবিক বোম এর সাথে মিলিয়ে দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

আবার কেউ কেউ কেয়ামতের আগে প্রকাশিত ধোয়া কে পারমাণবিক বোমার মাসরুম ক্লাউড বলে প্রচার করতে চায়।

যাইহোক আপনারা নিউক্লিয়ার বোম হোয়াক্স লিখে সার্চ দিন বিভিন্ন ভিডিও এবং আর্টিকেল পাবেন। সেগুলো নিয়ে স্টাডি করলে আপনাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং দাজ্জালি মিডিয়ার ফেতনা থেকে হেফাজত করুন।

বিশ্ব মোড়ল হওয়ার পারমাণবিক টেকনিক:

এই যে আপনাদের মগজকে পারমাণবিক বোমার ভয় দেখিয়ে আতঙ্কিত করে তোলা হয়েছে। তার পিছে একটা কারণ এমনও হতে পারে। দুই তিনটা দেশ পারমাণবিক বোমা নিয়ে একদম রেডি হয়ে যাবে একে অপরকে মারার জন্য। মাঝখান থেকে কোন এক মোড়ল এটাকে থামিয়ে দেয়ার নাটক করবে। মহা আতঙ্কিত পৃথিবীবাসী তখন সেই দেশ বা ব্যক্তিকে এভাতার মনে করবে। কারন সে পুরো পৃথিবী কে পরমাণু-যুদ্ধ তথা ধ্বংস হওয়া থেকে হেফাজত করেছে।

আসলে এরকম কিছুই ঘটবে না। মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে আগে আতঙ্কিত করে, আবার মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে ঠিকই ক্রেডিট নিয়ে নিবে।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বুঝবেন। ধরুন একটা প্রতিবেদন বের হলো যে বিশাল এক গ্রহাণু পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে যা পৃথিবীকে মুহূর্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। এমতাবস্থায় নাসা সহ অন্যান্য স্পেস অরগানাইজেশন গুলো একসাথে হয়ে সেই গ্রহাণুর গতিপথ পরিবর্তন করে দিল। আর পৃথিবীকে মহা এক প্রলয় থেকে হেফাজত করল। আর পুরা পৃথিবীবাসী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল। কারণ তারা কিয়ামতের (?) হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। নাসা তাদেরকে হেফাজত করেছে। অথচ পুরা ঘটনাই ছিল সাজানো, মিথ্যা।

কোন গ্রহাণু আসেনি আর এটার গতিপথ পরিবর্তনও করেনি।

ওরা ভালো করেই জানে যে, ওরা যেটা প্রচার করবে সেটা আপনার যাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা বা সুযোগ কোনোটাই নেই। তাই ওরা যা ইচ্ছে তাই প্রচার করতে পারে।

কথাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহলেই সব কিছু বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

ট্র্যাকিং প্রযুক্তি এসেছে জিন ও যাদুশাস্ত্র থেকে:

আমরা যারা কালো জাদু সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখি, তারা এটা জানি যে, যারা কালো জাদু করে তারা সাধারণত ভিকটিমের কিছু উপাদান, শারীরিক বা তার পরিধেয় কোন কিছুর টুকরো নিয়ে আসে। তারপর ওই জাদুকর, ওই ব্যক্তির (ভিকটিমের) ওপর কালো জাদু প্রয়োগ করে, ওই সমস্ত উপাদানের (কাপড়ের টুকরা বা চুল, নখ) মাধ্যমে।

এখানে জাদুকর ঐ উপাদান গুলোর উপরে এমনভাবে জাদু প্রয়োগ করে, যেন জিন বা অন্য প্রাকৃতিক কোনো কারণ সেই উপাদান গুলোকে চিনে নিতে পারে বা তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এটা তো খুব সাধারণ প্রক্রিয়া, যা আমরা মোটামুটি সবাই জানি।

কিন্তু এখানে যে অপ বৈজ্ঞানিক কাজটি চলে সেটা হচ্ছে, মূলত ওই উপাদানে লেগে থাকা ডিএনএ (DNA) বা অন্য কোন শরীরের উপাদান সেখানে থাকতে পারে এবং সেটাকেই জিনের দ্বারা চিনিয়ে দেয়া হয় অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়ে অর্থাৎ প্রকৃতিকে বিকৃত করে (পানি, আগুন, মাটি বা বায়ুকে ম্যানুপুলেট করে) সেই ডিএনএ ধারণকৃত ব্যক্তি কে চিনিয়ে দেয়া হয়। তারপর ভিকটিমের ওপর কালো জাদু প্রয়োগ করা হয়।

জাদুকরেরা মূলত মানুষের শরীরের বিভিন্ন উপাদান নিয়েই কাজ করে। আর এটাকেই আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বায়োলজিক্যাল ওয়েপন হিসেবে গ্রহণ করেছে বা এটাকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রচার করেছে।

তাহলে বুঝা গেল যে এই ট্র্যাকিং প্রযুক্তি জাদু শাস্ত্র থেকেই নেয়া হয়েছে বা জিনদের থেকে নেয়া হয়েছে। আর এখানে জ্বীনদের সম্পৃক্ততা এবং কালো জাদুর ব্যবহার রয়েছে।

ভবিষ্যতে হয়তো বা এরকমই কোন প্রযুক্তি তারা প্রয়োগ করবে অর্থাৎ এখন যেমন সিম বা অন্য কোন ইলেকট্রিক ডিভাইসের মাধ্যমে আপনাকে আমাকে ট্র্যাকিং করতে পারে, ভবিষ্যতে হয়তো বা সরাসরি আমার-আপনার ডিএনএর মাধ্যমে আমি আপনি যেখানেই থাকি না কেন আমাদেরকে দাজ্জালি প্রযুক্তির (জীন ও কালো জাদুর সংমিশ্রণ) দ্বারা ট্র্যাকিং করে নিতে পারবে। আর মূর্খ এবং অন্ধ মানুষেরা এটাকে বিজ্ঞানের মহা আবিষ্কার মনে করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবে।



Best Bluetooth Tracker



দাজ্জাল সূর্যকে কিভাবে আটকাবে?

আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে ইদানিং সূর্যকে নিয়ে খুব গবেষণা চলছে। কখনো চিন কৃত্রিম সূর্য বানাচ্ছে, কখনো বিল গেটস বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে আসছে যাতে করে সূর্যের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আবার কখনো তারা বলছে সূর্য এর আলো দেয়ার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। একসময় এটি অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।

আবার ইদানিং শোনা যাচ্ছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ সূর্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এরকম বিভিন্ন থিউরি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কেন তারা সূর্যকে নিয়ে এত কথা বলে? খুবই সহজ। কারণ সূর্যের সাথে দাজ্জালের দারুন এক সম্পর্ক রয়েছে। দাজ্জাল এসে সূর্যকে আটকে দেবে। সেটাকেই তারা এখন থেকে প্রমোট করছে। এছাড়াও সিম্পসন কাউন্ট এর একটি পর্বে দেখানো হয়েছে একজন এলিট সূর্যকে আটকে দিতে চায় তার ব্যবসার জন্য আর তার কর্মচারী এটাকে মেনে না নেয়ায় তাকে তার চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। অর্থাৎ বুঝা গেল যে এসব দ্বারা তারা কৌশলে মানুষের ব্রেন ওয়াশ করে দিয়েছে যে সূর্যের আলো বিলীন হয়ে যাবে অথবা ঢেকে দেয়া হবে অথবা এটাকে সরিয়ে দেয়া হবে।

এখন কথা হচ্ছে দাজ্জালি বাহিনী এটা কিভাবে করবে? এই জিনিসটা বুঝার জন্য আপনাদেরকে সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী বুঝতেই হবে। আর যখন আপনারা এ ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন তখন এটাও বুঝবেন যে সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক ছোট এবং সূর্য পৃথিবী কে কেন্দ্র করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তন করছে। আর এই ছোট সূর্যটাকে দাজ্জালের পক্ষে আটকে দেয়া কোন ব্যাপার না।

নিশ্চই অবাক হচ্ছেন? আরেহ ভাই এখন তারা মেঘকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কৃত্রিম ভাবে সেখান থেকে বৃষ্টি নামাচ্ছে। সুতরাং ভবিষ্যতে সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করাটাও তাদের জন্য খুব একটা কঠিন হবে না। সেই অপপ্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্যই তো তারা কাজ করে যাচ্ছে।

কিন্তু যারা এখনও বল খিউরিতে বিশ্বাস করে তারা তো ভাবে সূর্য পৃথিবী থেকে কোটি কোটি গুণ বড় এবং কোটি কোটি মাইল দূরে। যখন দাজ্জাল এত বড় সূর্যকে আটকে দেবে বা এটার আলোকে ঢেকে দেবে বা যাই করুক না কেন, এটা দেখে অধিকাংশ মানুষ ধোকা খেয়ে যাবে এবং তাকে খোদা মনে করে বসবে নাউজুবিল্লাহ।

অন্যদিকে যারা সূর্যের আকৃতির ব্যাপারে সঠিক তথ্য নিয়েছেন বা জেনেছেন তারা ইনশাআল্লাহ ধোকায় পড়বেন না।

এজন্যই আমি আপনাদেরকে বারবার সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী সম্পর্কে জানার জন্য উৎসাহ প্রদান করি। এখনো সময় আছে এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করুন এবং ভালোভাবে বুঝে নিন আর বল খিওরির গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসুন। তাহলে দাজ্জালের ধোকা গুলি কেও বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও সময় (টাইম) নিয়ে দাজ্জাল যে ধোঁকা দিয়ে রেখেছে এবং সামনে আরো দিবে সেটা কেও বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আরেকটা কথা: সূর্যকে আটকে দিয়েই কিন্তু এক দিনকে এক বছরের মতো বানানো হবে হয়তো, আল্লাহু আলম। আর এজন্যই আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে অনুমান করে এক বছরেরই নামাজ আদায় করতে বলেছেন।

**সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি বলেছেনঃ সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মত লম্বা। দ্বিতীয় দিনটি

হবে এক মাসের মত। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মত। আর বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে। **

**আমরা বললামঃ যে দিনটি এক বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ না; বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নামায পড়বে। **

(মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান)।*

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দাউজালের গাধার (বাহনের) মাঝে চল্লিশ গজের দূরত্ব থাকবে এবং এক একটি পদক্ষেপ তিনদিনের ভ্রমণের সমান হবে। সে তার গাধার পিঠে আরোহণ করে সমুদ্রে এমনভাবে ঢুকে যাবে, যেমন তোমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পানির ছোট নালায় ঢুকে থাক (এবং নালা পার হয়ে থাক)। সে দাবি করবে, আমি বিশ্বজগতের রব এবং সূর্যটা আমার কথা মত চলছে। তোমরা কি চাচ্ছ যে আমি একে থামিয়ে দেই? তার কথায় সূর্য থেমে যাবে। এমনকি একটি দিন মাস ও সপ্তাহের সমান হয়ে যাবে। এবার সে বলবে, তোমরা কি চাচ্ছ, আমি এটিকে আবার চালিয়ে দেই? লোকেরা বলবে, হ্যাঁ দিন। তখন দিন ঘণ্টার সমান হয়ে যাবে। তার কাছে এক মহিলা আসবে এবং বলবে, হে আমার রব, আপনি আমার পুত্র এবং স্বামীকে জীবিত করে দিন। তখন শয়তানরা মহিলার পুত্র ও স্বামীর আকৃতিতে এসে হাজির হবে। মহিলা শয়তানকে গলায় জড়িয়ে ধরবে এবং তার সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হবে। মানুষের ঘরগুলো শয়তানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এক গ্রাম্যলোক দাউজালের নিকট আসবে এবং বলবে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদের জন্য আমাদের উট ও বকরিগুলোকে জীবিত করে দিন। দাউজাল তাদেরকে উট-বকরির আকৃতিতে কতগুলো শয়তান দিয়ে দেবে। এই পশুগুলো ঠিক সেই বয়স ও সেই শরীর স্বাস্থ্যের হবে, যেমনটি তাদের মৃত উট বকরিগুলো ছিল। এসব দেখে গ্রামের অধিবাসীরা বলবে, ইনি যদি আমাদের রব না হতেন, তাহলে আমাদের মৃত উট বকরিগুলোকে কোনক্রমেই জীবিত করতে পারতেন না।...." (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪৩)

সুতরাং নিজেকে সৃষ্টিকর্তা প্রমানের জন্য বাহ্যিকভাবে দাউজালের কথায় (যাদুবিদ্যার কার্যক্ষমতাও আল্লাহর ইচ্ছাধীন) সূর্য থেমে যাবে। এমনতবস্থায় একদিন=মাস/সপ্তাহের সমান হয়ে যাবে। এভাবে প্রথমদিনটি ১ বছরের সমান দীর্ঘ হয়ে যাবে। পরের দিন মাস, পরের দিন সপ্তাহের সমান...। এজন্যই আল্লাহর রাসূল(সাঃ) অনুমান করে স্বালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আদৌ ব্রিটিশ, ইউএস বা ভবিষ্যতে ইজরাইলাইত শাসনকালকে বোঝায় না। এবার আশা করি বুঝতে পারছেন তাদের এ নতুন ব্যাখ্যাটি কতটা ভ্রান্ত। সালাফের চিন্তা/ব্যাখ্যা/বোধের বাহিরে কুরআন সুন্নাহর কোন নতুন (তাদের সাথে)সাদৃশ্যহীন যে ব্যাখ্যাই আনা হোক না কেন না অবশ্যই বর্জনীয়।





দাজ্জাল সূর্যকেই আটকাবে, নাকি ব্যারিয়ার দিবে?

দাজ্জালের দ্বারা সূর্যকে আটকে দেয়ার ব্যাপারটা দুই রকম হতে পারে।

একঃ সে সরাসরি সূর্যকেই আটকে দিতে পারে।

দুইঃ সূর্যকে হয়তো আটকাবে না বা আটকাতে পারবেনা, কিন্তু সূর্যের সামনে এমন কোন একটা পর্দা (sun dimming) তৈরি করবে যার কারণে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাবেনা। অর্থাৎ আমরা আসল সূর্যকে দেখতে পাবো না। সেসময় দাজ্জাল তার কৃত্রিম সূর্য কে আকাশে উঠিয়ে দেবে এবং সেটাকে সম্পূর্ণ তার ইচ্ছায় পরিচালনা করবে। সে যেখানে ইচ্ছা আলোর ব্যবস্থা করবে এবং যেখানে ইচ্ছা অন্ধকারের ব্যবস্থা করবে। এমনটাও হতে পারে বাকি আল্লাহ্ আলম।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, অনেকেই বলেছেন যে যদি এমনটা হয় যে সূর্যকে আটকে দিয়ে এক বছর বানানো হয় তাহলে তো মহা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যাবে।

না, এমনটা নাও হতে পারে।

কারণ মেরু অঞ্চলে ৬ মাস টানা দিন থাকে এবং ছয় মাস টানা রাত থাকে।

তাদের মোটেও সমস্যা হয়না। তারা অনুমান করে নামাজ পড়ে নেয় এবং রোজা রাখে। এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে অনুমান করে সেই সময়ে অর্থাৎ দাজ্জালের একদিন এক বছরের সময়ে কিভাবে আমরা নামাজ পড়বো।

আর এই মেরু অঞ্চলের মানুষদের আমলের ক্ষেত্রে মাসালা দেয়ার জন্য ওলামায়ে কেরামগণ এই হাদিসকেই দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

(সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন

দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি বলেছেনঃ সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মত লম্বা। দ্বিতীয় দিনটি

হবে এক মাসের মত। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মত। আর বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে। **

**আমরা বললামঃ যে দিনটি এক বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ না; বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নামায পড়বে। **

**(*মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান)।





দাজ্জালের ১ দিন / ১ বছর বনাম মেরু অঞ্চলের আমল:

প্রথমেই একটি হাদিস দেখে নেয়া যাক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"দাজ্জালের গাধার (বাহনের) মাঝে চল্লিশ গজের দূরত্ব থাকবে এবং এক একটি পদক্ষেপ তিনদিনের ভ্রমণের সমান হবে। সে তার গাধার পিঠে আরোহণ করে সমুদ্রে এমনভাবে ঢুকে যাবে, যেমন তোমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পানির ছোট নালায় ঢুকে থাক (এবং নালা পার হয়ে থাক)। সে দাবি করবে, আমি বিশ্বজগতের রব এবং সূর্যটা আমার কথা মত চলছে। তোমরা কি চাচ্ছ যে আমি একে থামিয়ে দেই? তার কথায় সূর্য থেমে যাবে। এমনকি একটি দিন মাস ও সপ্তাহের সমান হয়ে যাবে। এবার সে বলবে, তোমরা কি চাচ্ছ, আমি এটিকে আবার চালিয়ে দেই? লোকেরা বলবে, হ্যাঁ দিন। তখন দিন ঘণ্টার সমান হয়ে যাবে।

তার কাছে এক মহিলা আসবে এবং বলবে, হে আমার রব, আপনি আমার পুত্র এবং স্বামীকে জীবিত করে দিন। তখন শয়তানরা মহিলার পুত্র ও স্বামীর আকৃতিতে এসে হাজির হবে। মহিলা শয়তানকে গলায় জড়িয়ে ধরবে এবং তার সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হবে। মানুষের ঘরগুলো শয়তানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

এক গ্রাম্যলোক দাজ্জালের নিকট আসবে এবং বলবে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদের জন্য আমাদের উট ও বকরিগুলোকে জীবিত করে দিন।

দাজ্জাল তাদেরকে উট-বকরির আকৃতিতে কতগুলো শয়তান দিয়ে দেবে। এই পশুগুলো ঠিক সেই বয়স ও সেই শরীর স্বাস্থ্যের হবে, যেমনটি তাদের মৃত উট বকরিগুলো ছিল। এসব দেখে গ্রামের অধিবাসীরা বলবে, ইনি যদি আমাদের রব না হতেন, তাহলে আমাদের মৃত উট বকরিগুলোকে কোনক্রমেই জীবিত করতে পারতেন না।...."

(আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪৩)

সুতরাং নিজেকে সৃষ্টিকর্তা প্রমানের জন্য বাহ্যিকভাবে দাজ্জালের কথায় (যাদুবিদ্যার কার্যক্ষমতাও আল্লাহর ইচ্ছাধীন) সূর্য থেমে যাবে। এমতাবস্থায় একদিন=মাস/সপ্তাহের সমান হয়ে যাবে। এভাবে প্রথমদিনটি ১ বছরের সমান দীর্ঘ হয়ে যাবে। পরের দিন মাস, পরের দিন সপ্তাহের সমান...। এজন্যই আল্লাহর রাসূল(সাঃ) অনুমান করে স্বালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

অনেকেই হয়তো ভাবছেন, ১ দিন ১ বছরের সমান কিভাবে হবে? আর অনুমান করেই বা কিভাবে নামাজ পড়বে? চলুন তাহলে মেরু অঞ্চলের মানুষেরা কিভাবে আমল করে, সেটা আগে জেনে নেই।

মেরু অঞ্চলের দেশসমূহ- যাতে বছরের বিভিন্ন সময়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত দিন থাকে, সেখানে রাতের নামাজসমূহ ও দিনে রোজা আদায় নিয়ে সমস্যা

পড়তে হয়। ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ডসহ বেশকিছু দেশে বছরের কোনো কোনো সময়ে ইফতারের সময় হওয়ার কিছুক্ষণ পরে এশার সময় আসার পূর্বেই পুনরায় ফজরের সময় হয়ে যায়। এ জন্য ওই সব দেশসমূহের নামাজ রোজার বিধান নিয়ে আলেমরা গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন-

মাসয়ালা: অনেক আলেম এসব এলাকার মানুষদের ওপর ওই ওয়াত্তের নামাজ রোজার বিধান নেই বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ফকিহ ও আলেম এসব এলাকার মুসলমানদের নামাজ রোজার সব বিধান বলবৎ থাকার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তবে তা আদায়ের নিয়মের মধ্যে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। -হাশিয়াতুত তাহতাবি আলাল মারাকি: পৃঃ ১৭৮, রদ্দুল মুহতার: ১/৩৬২

মাসয়ালা: যারা ওই সব এলাকায়ও নামাজ রোজার বিধান বলবৎ থাকার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে সব আলেম তাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে, হজরত নাউয়াস ইবনে সামআন (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, একদা হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) দাজ্জালের আবির্ভাব ও সে সময়ের ফেতনাসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। বর্ণনার একপর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দাজ্জাল পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করবে? হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, চল্লিশ দিন অবস্থান করবে,

এর প্রথম দিন এক বছর সমপরিমাণ, দ্বিতীয় দিন এক মাস সমপরিমাণ এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহ সমপরিমাণ, আর বাকী দিনগুলো সাধারণ দিনসমূহের ন্যায়। সাহাবায়ে কেলাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এক বছর সমপরিমাণ দিনে কি আমাদের এক রাত-দিনের পরিমাণ পাঁচ ওয়াত্ত নামাজ পড়লেই কি যথেষ্ট হবে? হরজত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না, বরং তা সময় হিসাব করে পূর্ণ এক বছরের নামাজই আদায় করতে হবে। -সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৯৩৭, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৩২১

মাসয়ালা: যদি এমন হয় যে, দিন বড় হলেও সাহরি ইফতারি ও সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অল্প সময়ের জন্য হলেও নিয়মমাফিক হয়ে থাকে তাহলে এর বিধান সাধারণ এলাকাসমূহের ন্যায়ই হবে। হ্যাঁ, যদি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উক্ত নিয়মমাফিক হয়েও দিন অস্বাভাবিক বড় হয়ে যাওয়ার কারণে রোজা রাখতে কঠিন সমস্যা হয় তাহলে শরিয়তে তাদেরকে রোজা ভেঙ্গে পরবর্তি স্বাভাবিক দিনে সেগুলো কাজা করে নেওয়ার সুযোগ দেয়। -রদ্দুল মুহতার: ১/৩৩৯, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া: ৪/১৪৫

মাসয়ালা: যদি লাগাতার কয়েকদিন সূর্য অস্ত না যায় তাহলে ২৪ ঘন্টা করে সময় ভাগ করে প্রথম ১২ ঘন্টাকে রাত ধরে দ্বিতীয় ১২ ঘন্টা শুরু হওয়ার দেড় ঘন্টা পূর্বে সাহরি খেয়ে শেষ করে রোজার নিয়ত করে রোজা আরম্ভ করে

দিবে। দ্বিতীয় ১২ ঘন্টা শেষ হলে ইফতার করে মাগরিব এশা তারাবিহ নামাজ সব পড়ে নিবে। -রদ্দুল মুহতার: ১/৩৩৯, ফাতাওয়ায়ে ফরিদিয়া: ৪/৯৮

মাসয়ালা: আর যদি ২৪ ঘন্টায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হলেও নিয়মমাফিক না হয়, বরং সূর্যাস্তের পর ইফতার ও সাহরির সময় না পেতেই ফজরের সময় ও সূর্যোদয় হয়ে যায় তাহলে উলামায়ে কেরাম তাদের নামাজ-রোজা আদায়ের দু' টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন-

এক. সে সব এলাকার লোকেরা প্রতি চব্বিশ ঘন্টা সময় হিসেব করে তা ভাগ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, চাই পূর্ণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় পাওয়া যাক বা না যাক। রোজার ক্ষেত্রে তারা সেখানে ২৪ ঘন্টা পূর্ণ হওয়ার এতটুকু সময় পূর্বে ইফতার করে নিবে যেটুকু সময় জরুরত পরিমাণ খানা-পিনা করতে পারবে। এরপর তারা রোজার নিয়ত করে খানা-পিনা বন্ধ করে দিবে। তবে এক্ষেত্রেও এভাবে তাদের রোজা আদায় কঠিন ও কষ্টকর হলে ওই সময় না রেখে পরবর্তিতে কাজা করে নিতে পারবে।

-ফাতহুল কাদির: ১/১৫৬, রদ্দুল মুহতার: ২/৪২০, আহসানুল ফাতাওয়া:
৪/৭১

নিশ্চই খেয়াল করেছেন যে, মেরু অঞ্চলের আমলের জন্যও আলেমগণ দাজ্জালের ১ দিন সমান ১ বছরের হাদিস থেকে মাসআলা নিয়েছেন। মেরু (পৃথিবীর উত্তরের অঞ্চল গুলো) অঞ্চলে বর্তমানেই ৬ মাস দিন, ৬ মাস রাত থাকে। সুতরাং দাজ্জাল আসার পরে, যে কোনো ভাবেই (জাদু বা প্রযুক্তির ব্যবহার) হোক ১ দিন ১ বছরের মতো হয়ে যাবে। এবং তখন অনুমান করেই নামাজ আদায় করতে হবে। বাকি আল্লাহ্ আলম।

দাজ্জালের সাবলিমিনাল সাপোর্টার:

আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা আপাতদৃষ্টিতে দ্বীনদার। কিন্তু আমরা যখন দাজ্জালি সিস্টেমের বিরুদ্ধে কথা বলি: যেমন অপবিজ্ঞান, অপপ্রযুক্তি, অপচিকিৎসা, টি-কা, ভোগাস কাগজের মুদ্রা ইত্যাদি বিভিন্ন শয়তানের চক্রান্ত গুলো নিয়ে যখন আলোচনা করি তখন এই ভাইগুলো আমাদেরকে প্রশ্ন করে আমরা কি এগুলো ছেড়ে দিয়েছি? বা এগুলো ছেড়ে জীবন যাপন করছি? এছাড়াও আমরা যখন আল্লাহর রাসূলের ওই কথাটা রিপোর্ট করি যেখানে তিনি বলেছেন যে "শহরগুলো ফেৎনায় পড়ে যাবে এবং সেইসময় ফেতনা থেকে বাঁচতে হলে নিজেদের ধন-সম্পদ নিয়ে পাহাড়ে চলে যেতে হবে"

এগুলো যখন প্রচার করি তখন তারা আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, আমরা কি পাহাড়ে চলে গেছি? আমরা কি কাগজে মুদ্রা ছেড়ে দিয়েছি? আমরা কি স্বর্ণ মুদ্রা চালু করতে পেরেছি? আমরা কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ছেড়ে দিয়েছি? এ ধরনের প্রশ্ন তারা আমাদেরকে করতে থাকে। দাজ্জাল তাদের মগজ এমন ভাবেই ধোলাই করেছে যে তারা এগুলোকে ছাড়ার কথা চিন্তাও করতে পারে না। তাই আমরা এগুলো প্রচার করলেও তাদের গায়ে জ্বালা পোড়া শুরু হয়ে যায়।

আরে ভাই আমরা তো ছাড়তে পারছি না, ঠিক আছে। তাই বলে কি সত্যকে প্রচারও করব না? মানে আপনাদের চিন্তা ধারা হচ্ছে যে ফেতনায় পড়েছি তো পড়েছি। এই ফেতনার মধ্যেই আমরা পড়ে থাকবো। এর থেকে বের হওয়ার চেষ্টাও করব না। যারা ফেতনার বিরুদ্ধে বলবে তাদেরও আমরা বিরোধিতা করবো। এমনই মানসিকতা আপনাদের। পরাজিত এবং নিকৃষ্ট এক মানসিকতা আপনাদের। এটা হচ্ছে দাড্জালের জন্য সাবলিমিনালি কাজ করে দেওয়া। বা সাবলিমিনাল দাস হিসেবে আপনাদেরকে আখ্যায়িত করা যায়। এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসুন। এই দাসত্বের বেড়াজাল থেকে নিজেকে বের করে ফেলুন। নিজে প্রচার করতে পারছেন না, তাই বলে কি অপরকেও প্রচার করতে দিবেন না? ইসলাম আমাদেরকে এটা শিখায়নি যে আমরা যা করতে পারবোনা তা প্রচারও করতে পারব না। বরং ইসলাম এমন যে, যা সত্য তা আমাকে প্রচার করতেই হবে।

আমার এখনো হজ করার সামর্থ্য হয়নি। তাই বলে কি আমি হজকে প্রচার করব না? কারো যদি যাকাত দেয়ার সামর্থ্য না থাকে সে কি যাকাত কে প্রচার করবে না? অসংখ্য ওলামা আছেন যাদের হজ্ব করা বা যাকাত দেওয়ার বা ইসলামী অনেক হুকুম-আহকাম পালন করার মত সামর্থ্য নেই। তাহলে কি তারা এগুলো প্রচার করবে না। সমস্ত দাড্জালের ফেতনা নিয়ে আলোচনা করার

উদ্দেশ্য তো এটাই যে, যেন ধীরে ধীরে মানুষ এ সমস্ত ফেতনার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে এবং একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে এবং ধীরে ধীরে এই সমস্ত দাজ্জালি সিস্টেম থেকে বের হয়ে আসতে পারে। যদি মানুষ জানতে না পারে তাহলে তা থেকে বের হয়ে আসবে কি করে? আল্লাহতালা আমাদেরকে আরো বেশি জানার এবং বুঝার তৌফিক দান করুন আর দাজ্জালের সাবলিমিনাল দাসত্ব থেকে বের হয়ে আসার তৌফিক দান করুন আমিন।



দাজ্জাল্কে, দাজ্জাল বললে কি হতে পারে?

এখন যেমন টি-কা, অপচিকিৎসা, অপবিজ্ঞান, মিডিয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বললে মানুষ আমাদের পাগল বলে। তেমনি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এর পর তাকে সবাই খোদা বলবে আর আমরা যখন তাকে দাজ্জাল বলব সবাই আমাদেরকে পাগল বলবে।

এমনকি অবস্থা হয়তো বা এমনই হবে, যে দাজ্জালের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে আমাদের আপন মানুষগুলোই আমাদের কে হত্যা করার চেষ্টা করবে। অথবা পুলিশে ধরিয়ে দিবে অর্থাৎ দাজ্জালের বাহিনীর কাছে খবর পৌঁছে দিবে।

বর্তমানে মানুষ করোনার টিকা নিচ্ছে। নয়তো তার রিজিক বন্ধ করে দেয়া হবে।

তাহলে ভেবে দেখুন দাজ্জাল যখন এসে মানুষের রিজিক বন্ধ করে দিবে তাকে সিজদা না দিলে তখনও এই সমস্ত মানুষ গুলো হয়তোবা রিজিকের জন্য সিজদা দিয়ে বসবে, আল্লাহ্ আলম।

আর তাছাড়া বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বা সেলিব্রিটিদের কে যেভাবে পূজো করছে, যখন সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের নেতা, সেলিব্রিটিদের সেলিব্রিটি “দাজ্জাল” আত্মপ্রকাশ করবে, তখন সমস্ত মানুষ কতটা পাগল হয়ে যাবে। তাকে খোদা মনে করবে, তাতো এখন এসব দেখে বোঝাই যাচ্ছে।

এখন যদি আপনি একজন মানুষের পছন্দের সেলিব্রিটির বিরুদ্ধে কিছু বলেন তাহলে সে যেন আপনাকে মেরেই ফেলো।

তাহলে ভেবে দেখুন ভবিষ্যতে যখন আপনি তাদের খোদা দাজ্জালের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন তখন আপনার কী অবস্থা করবে এই পাগল গুলো??

কিয়ামতের পূর্বে মূর্খতা বেড়ে যাবে



একজন চাদামওয়ানা কিংবা একজন
আইসকিমওয়ানা যদি আপনাদের এভাবে
গণহত্যা নাচাতে পারে—
তাহলে দাজ্জান এসে আপনাদের কিভাবে
নাচাতে একতর ভাবে দেখছেন কি?

অবশ্যই কিয়ামতের আগে এমন একটি সময় আসবে যখন সব
জায়গায় মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে।
[বুখারিঃ ৭০৬২]

দাজ্জাল নিয়ে পড়ে থাকি?

অনেকেই বলে, আমরা নাকি শুধুই দাজ্জাল নিয়ে পড়ে থাকি। পড়ে তো থাকতেই হবে। চারদিকে দাজ্জালি (স্যাটানিক) সাইন, সিম্বল আর ফেতনা দিয়ে সয়লাব। দিনকে দিন এই ফেতনা বৃদ্ধিই পাচ্ছে। আর মুমিনরা এসব ফেতনার বেড়াজালে আটকিয়ে ঈমান হারা হচ্ছে। সুতরাং দাজ্জালি ফেতনা নিয়ে আলোচনা করাটাই বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জরুরি। আর আমরা তো ভালো করেই জানি যে, দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে দাজ্জালের চেয়ে বড় আর কোনো ফেতনা নেই। অতএব এসব নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ।

একটি নতুন দাজ্জালী ফিতনা (মিডজার্নি এআই)ঃ

এটা একটা সফটওয়্যার। এখানে আপনার মনের সব কল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনি কোন কিছু ভাবছেন বা কল্পনা করছেন, তা এখানে লিখে দিলে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজে থেকে হুবুহু একটি ছবি এঁকে দেবে। যা আপনাকে অত্যন্ত আশ্চর্য করে দেবে। দাজ্জাল বিভিন্ন অ্যাপস এবং সফটওয়্যারের মাধ্যমে মানুষকে কৃত্রিম আধ্যাত্মিক শান্তি দেয়ার চেষ্টা করছে। ভার্চুয়াল জগতে মানুষকে হারিয়ে যেতে বাধ্য করছে। এসবের কারণে একে তো মানুষের নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তার ওপরে ভার্চুয়ালিটির প্রতি চরমভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

পৃথিবীর সিস্টেমকে এমনভাবে সাজানো হচ্ছে, যেন মানুষ যা চাচ্ছে তাই পেয়ে যাচ্ছে। অনেকটা জান্নাতের মতো। এমনিতেই মানুষ মৃত্যু, কবর এবং আখেরাতের কথা ভাবতেই চায়না। তার উপর এসব নিত্যনতুন দাজ্জালি প্রযুক্তিগুলো মানুষকে আরো গাফেল করে দিচ্ছে। এসব থেকে বাঁচতে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে যেমন জ্ঞান অর্জন করা উচিত, তেমন সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা উচিত।

আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন। এবং ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার ও ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করুন।

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ:

দাজ্জালের সাথে যখন তামিম দারিদেব (রা) জামাতের দেখা হয়েছিল, তখন দাজ্জাল উনাদেরকে তাবাড়িয়া সাগরের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। সাহাবীরা বলেছিলেন, সেখানে অনেক পানি আছে। তখন দাজ্জাল বলেছিলো, অচিরেই সেই পানি শুকিয়ে যাবে।

আমরা জানি তাবাড়িয়ার পানি মূলত ইয়াজুজ মাজুজের ১ম দল খেয়ে (ব্যবহার বা অপচয়) শেষ করে ফেলবে। এ থেকে বুঝা যায়, দাজ্জালের সাথে ইয়াজুজ মাজুজের মজবুত সম্পর্ক আছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার "গগ ম্যাগগ" আর "তুর পাহাড়ের যাত্রী" বইটা পড়তে পারেন।

দাজ্জাল হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাইন্ড গেমার:

দাজ্জাল যাকে যেভাবে বিভ্রান্ত করা দরকার তাকে, সেভাবেই বিভ্রান্ত করে। দ্বীনদার দেরকে, দ্বীনি সেলিব্রেটিদের দ্বারা ফাঁদে ফেলে। দ্বীনি স্টাইলে, দ্বীনি ফেতনায় মাতিয়ে রাখে। তারা সে গুলোকে দ্বীনদারিত্ব মনে করে। বুঝতেই পারে না যে এটা দাজ্জালের মাইন্ড গেমের অংশ।

বিশ্বের সমস্ত মিডিয়া এখন দাজ্জালের হাতে। দাজ্জাল যাকে ইচ্ছা হিরো বানিয়ে দেখাবে, আবার যাকে ইচ্ছা ভিলেন বানিয়ে দেখাবে। তাই দাজ্জালি মিডিয়াতে কাউকে হিরো হিসেবে দেখালে খুব ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে গ্রহণ করা উচিত। যদিও সে কোন দ্বীনদার ব্যক্তি হোক না কেন?

যে দাজ্জালের শাসন ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ আর মুমিনদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ, তাকে কখনোই দাজ্জাল হিরো বানিয়ে দেখাবে না। ভিলেন হিসেবেই দেখাবে।

দাজ্জালি ফেতনা গুলোকে চিনতে হলে অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন:

দাজ্জালের বাহিনী ফেতনা গুলোকে নতুন নতুন খোলসে ভরে আপনাদের সামনে প্রতিনিয়ত হাজির করবে। এই ফেতনা গুলোকে চিনার জন্য অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। তাই আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক করুন। আল্লাহ আপনার অন্তর দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করে দিবেন। তখন আপনি দাজ্জালের ফেতনা গুলোকে খুব সহজেই চিনতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি দাজ্জালের কপালের কাফের লিখাটিও পড়তে পারবেন।

এছাড়া আপনি যতই শিক্ষিত হন না কেন, দাজ্জালের কপালের কাফ, ফা, র লিখাটি পড়তে পারবেন না, আর নিত্যনতুন ফেতনা গুলোও ধরতে পারবেন না। উল্টা আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার নামে আপনি দাজ্জালি ফেতনার বেড়াজালে আটকে যাবেন। দাজ্জাল, আধুনিকতার নামে প্রতিনিয়ত আপনার সামনে নতুন নতুন জীবন ব্যবস্থা এবং উন্নত ডিভাইস নিয়ে আসবে। আপনার অন্তর্দৃষ্টি না থাকার কারণে আপনি এগুলোকে গ্রহণ করে নিজের ঈমানকে কখন হারিয়ে ফেলবেন বুঝতেই পারবেন না। তাই প্রথমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা প্রয়োজন।

তাহলে প্রত্যেকটা দুনিয়াবী বস্তুর মূল হাকিকত দেখার তৌফিক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহতায়াল্লা প্রত্যেকটা বস্তুর মূল হাকিকত দেখার তৌফিক দিয়েছিলেন। তাই উনার সামনে যখন দুনিয়াকে পেশ করা হয়েছিল তখন তিনি তা খুব সহজেই প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে আর আমাদের অন্তরে মরিচা ধরে গেছে। ফলে আমরা বস্তুবাদী হয়ে গেছি। তাই বস্তুর মূল হাকীকত দেখতে পাই না, ধরতে পারি না। দাজ্জালি মিডিয়া আপনার সামনে সবকিছুকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে যেন এইগুলোই আপনার জীবনের খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। এগুলো ছাড়া আপনি চলতেই পারবেননা, বাঁচতেই পারবেন না। এমন ভাবেই সে সিস্টেমকে সাজাচ্ছে। কিন্তু না, আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর ইচ্ছায় এগুলো ছাড়াও চলতে পারে। আপনি চেষ্টা করলে আল্লাহ আপনাকেও অবশ্যই পথ দেখিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

সাইরেন সমাচারঃ (গ্রীক দেবীর মিউজিক বা চিৎকার)

গ্রীক মিথলজি অনুযায়ী সাইরেন হচ্ছে মিউজিক ও ডান্সের দেবী। নদী বাঁ হ্রদের মাঝখান থেকে উঠে তার সুরেলা কণ্ঠে মানুষদেরকে আকৃষ্ট করত এবং তাড়ব নৃত্য ও স্বর্ণের লোভ দেখিয়ে তার দিকে টেনে এনে হত্যা করত।

আর সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানের সাইরেন গুলি এনেছে বলে মনে হচ্ছে। ঘুরিয়ে পেচিয়ে সবকিছুই অর্থাৎ বেশিরভাগ জিনিসই বর্তমানের এই দাজ্জালি পৃথিবীতে শয়তানের সংস্কৃতি গুলোকে প্রমোট করা হচ্ছে। যেমন টেকনোলজি গুলো তাদের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে ঠিক তেমনি সংস্কৃতি গুলোও জিন শয়তানের থেকে নেয়া হচ্ছে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের একটি প্রোগ্রামে দেখা গেছে ফেরাউন ও পিরামিডের ছবি। অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশেও ফেরাউনের রক্তধারা বা বংশধর আছে। পাশাপাশি জিন শয়তানের হাইব্রিড সন্তানেরাও আছে। এসব থেকে খুব ভালো করে বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে জিন শয়তানের অর্থাৎ দাজ্জালের অনুগত দের দ্বারা ভরে যাচ্ছে এবং ঈমানদারের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে।

হয়তোবা এখন কেউ কেউ বলবে যে ফায়ার এলার্ম, এম্বুলেন্স এলার্ম, অন্যান্য এলার্ম এর ক্ষেত্রে কি হতে পারে? এক্ষেত্রে আমরা ইসলামী সাউন্ড গুলি ব্যবহার করতে পারি। যেমন আল্লাহ্ আকবার অথবা সুবহানাল্লাহ অথবা

ইসলামে যে সমস্ত শব্দ দিয়ে মানুষকে সতর্ক করা হয় সেরকম কোন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। একটা বিষয় খেয়াল করুন কোথাও আগুন লাগলে সেখানেইতো ফায়ার সার্ভিস যায়। আর আগুন যেখানে লাগে সেখানে বেশিরভাগ মানুষ মৃত্যুর কাছাকাছি থাকে। অন্য কথায় বলা যায় যে, তারা মৃত্যুপথযাত্রী থাকে। আবার অ্যান্ডুলেন্সে যারা থাকে তারাও এক প্রকার মৃত্যুপথযাত্রী।

তাহলে মৃত্যু পথযাত্রীদের কে, কি শোনানো উচিত? নিশ্চয় কোরআন তেলাওয়াত, দরুদ শরীফ বা অন্য কোন আমল তাদের সামনে করা উচিত। তা না করে জিন শয়তান কে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের নামে তাদের আওয়াজ বাজানো হয়। এর দ্বারা কি বুঝায়? একপ্রকার তাদের (জিন) হাতেই তুলে দেওয়ার মতো। দাজ্জালের সিস্টেমটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে। শয়তান চায় মানুষকে যেকোনোভাবে জাহান্নামে নিয়ে যেতে। আর শয়তানের সর্বশেষ আক্রমণ থাকে মৃত্যুপথযাত্রীর উপরে। তাই সেখানেও সে এইসব কাজ করে রেখেছে, যেন মানুষ ইমান নিয়ে মরতে না পারে। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন এবং এসব ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন।

"স্যাকিউবাস (ম্যান সিডিউসার নারী জিন)ঃ

আমরা সকলেই জানি ছেলেদের একটা সময় স্বপ্নদোষ হয়। এক্ষেত্রে কেউ কেউ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে থাকে। কেউ কেউ আবার দেখে তার পরিচিত বা অপরিচিত কারো সাথে মিলিত হচ্ছে। এবং এক পর্যায়ে তার স্বপ্নদোষ হয়ে যাচ্ছে। এই যে সে তার স্বপ্নে কোন নারীর সাথে মিলিত হতে দেখছে এটা মূলত একটি স্যাকিউবাস নামক নারী জিন। এই জিনটি পুরুষদের সাথে তার ঘুমের মধ্যে মিলিত হয় এবং তার স্বপ্নদোষ ঘটিয়ে দেয়। অনেকেই এই জিনের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

এখন একথা শুনে হয়তো বা দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেরা খুব খুশি হবে। এখানে খুশি হওয়ার কিছু নেই বরং আতঙ্কিত হওয়া দরকার। কারণ এই জিনের ক্রমাগত আক্রমণে একজন পুরুষ তার পৌরষত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে। তার যৌন ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের যৌন রোগ দেখা দিতে পারে।

উপরোক্ত কথাগুলো কারও কারও কাছে অবিশ্বাস্য বা হাস্যকর মনে হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে ইসলাম কি বলে সে সংক্রান্ত একটি আর্টিকেল নিচে দিয়ে দিচ্ছি। এই দলিল সংক্রান্ত আর্টিকেলটি সংগৃহীত।

#####

"মানুষের সাথে জ্বিনের শারীরিক সম্পর্ক বা সহবাস"ও লক্ষণ সমূহ।

এক ব্যক্তি শায়খ উসাইমীন র, নিকট এসে জিজ্ঞাসা করেন, জ্বিন কি মানুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক লিপ্ত হতে পারে? উত্তরে শায়খ উসাইমীন র, এই আয়াত উল্লেখ করেন।

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

তথায় থাকবে আনতনয়ন রমনীগন, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদের ব্যবহার করেনি।

[সুরা আর-রহমান -৫৬]

এবং বলেন জ্বিন মানুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে করতে পারে।

ইবনুল জাওযী (রহঃ) এই আয়াতে ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে দলীল রয়েছে যে, জিনের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে জিনের শারীরিক মিলন সম্ভব

(যাদুল মাসীর ৪/২১৪)।

ইবনে তাইমিয়া র, বলেন, জ্বিন এবং মানুষের সাথে শারীরিক মিলন সম্ভব

(মাজমাউল ফাতওয়া - পৃষ্ঠা -৩৯)

ইমাম সযূতি র, বলেন মানুষের সাথে জ্বিনের শারীরিক সম্পর্ক করা সম্ভব (আল আলাম পৃষ্ঠা -৩০১)

জ্বিন কার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করলে সাধারণত যে লক্ষ্যগুলোর দেখা যায়।

👉(১)ঘুমের মধ্যে (মানে স্বপ্নদোষের সময়- তখন

অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ হয়)এটা অনেক সময় বদনজরের বা যাদুগ্রস্ত হলে অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ হয়। নারী পুরুষ উভয়ের হয়।

✚(২) জেগে থাকা অবস্থায় (রোগি শুয়ে থাকে কিন্তু সাময়িকের জন্য অবশ্য হয়ে যায় বিশেষ করে হাত-পা,,, আর জ্বীন যখন তার সংগে মিলন করে যা রোগি বুঝতে পারে) কিন্তু কাউকে ডাক দেওয়া বা কিছু করার উপায় থাকেনা।

✚(৩) জেগে থাকা অবস্থায় মিলন করতে পারে এবং এই সময় জ্বীনকে রোগি দেখতেও পারে, নাও দেখতে পারে। তবে অনুভব হয়।

✚(৪) কোন জ্বীন যদি কোন মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার উদ্দেশ্যেই আছড় করে তাহলে মেয়ের গায়ের বিভিন্ন জায়গায় দাগ থাকে,,এই দাগ মাঝে মাঝেই মেয়ের গায়ে দেখা যায়,,,শারীরিক সম্পর্ক না হলেও এরকম দাগ দেখা যাবে,,লাল দাগ,, খামচি বা কামড়ের দাগ,, বিশেষ করে গলার নিচের দিকে।

✚(৪) কোন জ্বীন যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে তখন ওই জ্বীন সবসময় মেয়ের আশেপাশে থাকে,, যখন ঘুমায় তখন আসে, ঘুমের মধ্যেই শারীরিক সম্পর্ক করে,, মেয়ে তখন বাস্তবতা অনুভব করতে পারে কিন্তু কাউকে দেখে না ও বলার মতো অনুভূতি শক্তি থাকেনা।

✚(৫) জ্বীন যদি পুরুষ হয় আর পুরুষ জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত হলে সেই সকল মেয়েদের স্মৃতি শক্তি কমে যায়, খাওয়ার অনিহা সৃষ্টি হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়।

✚(৬) পড়াশোনার প্রতি, সংসারের প্রতি অমনোযোগী হয়ে যায়।

✚(৭) পুরুষ জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের পছন্দ করেনা, একাকী থাকতে পছন্দ করে, বিবাহিত মেয়েরা স্বামী থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে।

✚(৮) জেগে থাকা অবস্থায়(হস্তমৈথুনের মাধ্যমে)নারী, পুরুষ উভয়ই একি রকম „এসময় জ্বীন রোগির হাত,মস্তিষ্ক পজেস করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করে,,এটা তখনই বোঝা যাবে যখন কেউ আগে থেকেই গুপ্ত অভ্যাসে লিপ্ত ছিল কিন্তু তা অল্প পরিমাণে,হঠাৎ করে যদি মাত্রাতিরিক্ত ভাবে যৌন চাহিদা বেড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে আশিক জ্বীনের কাজ এটা, তবে বশীকরণ বা আসক্তকারি বা অনুগত যাদুর লক্ষন হচ্ছে, স্ত্রী বা স্বামীর সংগে সহবাসের ঘন ঘন ইচ্ছা জাগা, কিন্তু যারা অবিবাহিত তারা যদি আশিক জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে তাদের যৌন উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয় আশিক জ্বীন,,ফলে যুবক যুবতীরা হারামে লিপ্ত হয়,,আর অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায়।

✚(৯) জ্বীন মানুষের সংগে মিলনের সময় যৌনাঙ্গে গরম বাতাসের মত অনুভূত হয়,,জ্বীনরা দীর্ঘক্ষণ সঙ্গম করে,,তাই এই সঙ্গমের পরে মেয়েরা দুর্বল হয়ে যায় খুব,শুকিয়ে যায় অনেক ধীরে ধীরে,, শরীরে ব্যথা অনুভব করে অনেক,,এসব লক্ষণ নারী পুরুষ সকলের,,অনুভব হয়।

✚(১০) অবিবাহিত মেয়ের সাথে জ্বীন শারীরিক সম্পর্ক করলে সেই মেয়ে বিয়ে বসতে চায় না,,আর বিবাহিত

মেয়ের সাথে এরকম কিছু হলে সেই মেয়ে স্বামীর সাথে
মিলনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে অনেক সময়।
ইত্যাদি, আরও অনেক।

সংগৃহীত আর্টিকেলটি শেষ হলো এবার আসুন এই সমস্যা
থেকে পরিত্রান পাওয়ার উপায় গুলো সংক্ষেপে জেনে
নেই।

এসব থেকে বাঁচতে হলে রাতে অজু করে ঘুমাতে হবে এবং
আয়াতুল কুরসি পড়ে ডান কাত হয়ে শুতে হবে। অল্লীল
জিনিস দেখা ও চিন্তা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। রাতে
অতিরিক্ত খানা খাওয়া যাবে না এবং খাওয়ার সাথে সাথে
শুয়ে পড়া যাবে না। খাওয়ার পর ৪০ কদম হাটা হাটি করে
তারপর বিছানায় যেতে হবে। আর যদি কারো সমস্যা প্রকট
আকার ধারণ করে তবে তাকে রুকিয়া অর্থাৎ কুরআনিক
চিকিৎসা করাতে হবে। এক্ষেত্রে একজন ভালো রাকির
(যিনি কোরআন দ্বারা চিকিৎসা করেন) সাথে যোগাযোগ
করতে হবে। তিনি যদি বুঝতে পারেন আপনি জিন বা যাদু
দ্বারা আক্রান্ত, তাহলে তিনি সেভাবেই আপনার চিকিৎসা
করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।
বিঃদ্রঃ সবসময়ই যে জিনের কারণে স্বপ্নদোষ হয়, ব্যাপার
টা এমন নয়। প্রাকৃতিক কারনেও হতে পারে। তাই চিন্তার
কিছু নেই।"

ক্রিওস্লিপ বনাম আসহাবে কাহাফ:

ক্রিয়োজেনিক স্লিপের (একটি টিউবে লম্বা / গভীর ঘুম) ধারণাটি সম্ভবত আসহাবে কাহাফের ৭ যুবকের ৩০০ বছরের ঘুমের ঘটনা বা কবরের ঘুম (আলমে বরযখ) থেকে নেয়া হয়েছে। মানুষ যেমন মৃত্যুর পর কবরে হাজার বছর থেকে তারপর আবার হাশরের ময়দানে জেগে উঠবে, ক্রিওস্লিপের (Cryogenic sleep, also known as suspended animation and cryosleep, refers to a deep sleep at super low temperatures. ... The idea is that the low temperatures will keep vital functions intact while the rest of the body goes into a hibernation-like state.) ধারণাটিও ঠিক একই রকম।

এখানে তারা (কাফেররা) বুঝতে চায়, পৃথিবী যেহেতু ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই তাদেরকে অন্য কোনো গ্রহে চলে যেতে হবে। এর জন্য শত বা হাজার বছরের ঘুমের প্রয়োজন। এটাকেই তারা নাম দিয়েছে ক্রিওস্লিপ। অর্থাৎ অন্য কোনো গ্রহকে তারা জান্নাত হিসেবে প্রমোট করছে। মোটকথা ইসলামে মৃত্যু, পুনরুত্থান ও হাশরকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটাকেই দাজ্জালি ফরমেটে (টেকনোলজিক্যাল ভেলকি) ফেলে প্রচার করা হচ্ছে।

আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালি প্রযুক্তির ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন।



আমরা বিজ্ঞানের নয় বরং অপবিজ্ঞানের বিরোধিতা করিঃ

অনেকেই মনে করে আমরা বিজ্ঞানের বিরোধিতা করি। আসলে আমরা বিজ্ঞান নামক অপবিজ্ঞান, ছদ্ম বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের বিরোধিতা করি। এখন বেশিরভাগ মানুষ বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞানের পার্থক্য করতে পারে না। এটা তাদেরই সমস্যা, আমাদের নয়। যেটা প্রকৃত বিজ্ঞান অর্থাৎ যেটা গবেষণালব্ধ জ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান সেটাকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা করি। যার ভেতরে রয়েছে প্রকৃত জ্ঞান বা মানুষের জন্য উপকারী বিষয়বস্তু। আর সেটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। কিন্তু যেগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং বিপদজনক বা মানুষকে ভিন্নপথে অথবা ভিন্ন মতবাদের দিকে নিয়ে যায় এবং চূড়ান্ত ভাবে মানুষকে তার স্রষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সেগুলি হচ্ছে অপবিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান এবং ছদ্মবিজ্ঞান। আর আমরা এই সমস্ত অপবিজ্ঞান অর্থাৎ জাদুকরী অপবিজ্ঞানকেই অস্বীকার করি এবং এগুলোর বিরোধিতা করি।

একজন সন্তিকারের গবেষক মানব সভ্যতার উপকারার্থে যেটা নিয়ে গবেষণা করে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান। আর একজন শয়তান পূজারী কালো জাদুকর যেটা নিয়ে গবেষণা করে এবং মানব সভ্যতাকে বিপদে ফেলতে চায় সেটাই হচ্ছে অপবিজ্ঞান বা ছদ্ম বিজ্ঞান বা কল্পবিজ্ঞান। সুতরাং আমাদেরকে প্রকৃত বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীগণ কে চিনতে হবে। পাশাপাশি অপবিজ্ঞান এবং এই সমস্ত অপবিজ্ঞানি অর্থাৎ শয়তান পূজারী কাল জাদুকরদের কেও চিনতে হবে। বর্তমানে বিজ্ঞানের নামে যা কিছু আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তার বেশিরভাগই হচ্ছে অপবিজ্ঞান বা ছদ্মবিজ্ঞান। যেহেতু সবকিছুকে বিজ্ঞানের খোলসে ভরে প্রচার করা হচ্ছে তাই আমরা সবকিছুকেই বিজ্ঞান বলে মেনে

নিচ্ছি। কখনো এটাকে বিশ্লেষণ করে দেখছি না যে এটা কি আসলেই বিজ্ঞান নাকি জাদুতে ভরা অপবিজ্ঞান?

আল্লাহ আমাদেরকে বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের পার্থক্য বুঝার তৌফিক দান করুন এবং দাজ্জালি এই অপ বৈজ্ঞানিক ফেতনা থেকে হেফাজত করুন।

<https://youtu.be/rmrLBVFoTYM>

কাগজ (ডলার, টাকা) বনাম স্বর্ণ:

আমেরিকার ডলারও একটা কাগজ আর বাংলাদেশের টাকাও একটা কাগজ। একই ভাবে পৃথিবীর সব কারেন্সিই কাগজে। এসব কাগজ বানাতে সবার প্রায় একই রকম খরচ হয়।

অথচ বর্তমান ডলারের মূল্য বাংলাদেশী টাকায় ৮৬ টাকা।

কেন?

একটা কাগজ অন্য দেশে মূল্য পরিবর্তন করে ফেলে কিভাবে? ভেবেছেন কি কখনো?

এখানেই তো শুভঙ্করের ফাঁকি। পৃথিবীর সব সম্পদকে টেনে নেয়ার এক মায়াবী জাল এই কাগজে নোট। এজন্য মুসলিম উম্মাকে এই কাগজে ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। প্রবেশ করতে হবে সুন্নাহ কারেন্সিতে (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা)। কারণ স্বর্ণ কেউ ইচ্ছামতো উৎপাদনও করতে পারেনা, আবার দামও পরিবর্তন করতে পারেনা। সে নিজের দাম ও মানকে ধরে রাখতে পারে।

১ ও ২ ডলারে খরচ: ৪.৯ সেন্ট (প্রতি নোটে)

৫ ডলারে খরচ: ১০.৯ সেন্ট (প্রতি নোটে)

১০ ডলারে খরচ: ১০.৩ সেন্ট (প্রতি নোটে)

২০ ও ৫০ ডলারে: ১০.৫ সেন্ট (প্রতি নোটে)

এবং ১০০ ডলারে: ১২.৩ সেন্ট (প্রতি নোটে)

(www.federalreserve.gov/faqs/currency_12771.htm)

1

এখন ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০ এবং ১০০ ডলার যোগ করলে হয় ১৮৮ ডলার। এই ১৮৮ ডলার বানাতে আমেরিকার ৪৮.৯ সেন্ট খরচ হচ্ছে। ৪৮.৯ সেন্ট এর বাংলা মূল্য হচ্ছে ৩৮ টাকা ৪৬ পয়সা। আর বাংলা টাকায় বাজারমূল্য হলো (১ ডলারে= ৭৮.৬৪২৪ টাকা) ১৪ হাজার ৭৮৫ টাকা।

তার মানে ৩৮ টাকা ৪৬ পয়সা আমেরিকার হাত ঘুরে বাংলাদেশ এ আসলে এর মূল্য ১৪ হাজার ৭৮৫ টাকা হয়ে যায়! এ থেকে বুঝা গেল আমেরিকার কাছে আলাদীন এর চেরাগ আছে!

৩৮ টাকা ৪৬ পয়সার উপরে আমেরিকা হাত বুলালে ১৪ হাজার ৭৮৫ টাকা

2

হয়ে যায়। কিন্তু স্বর্ণের উপরে হাত বুলালে কিন্তু স্বর্ণের পরিমাণ আমেরিকা

<https://bn.quora.com> > ডলার-ও-মা... · Translate this page

ডলার ও মার্কিন ডলার কি একই? - Quora

আমেরিকার ট্রেজারির ১০০ ডলার ছাপাতে খরচ হয় মাত্র ২০ সেন্ট, চাহিদা থাকায় এই ১০০ ডলার ...

1 answer · 0 votes: না, মার্কিন ডলার ছাড়াও নানা ধরনের ডলার ...

১০০ টাকা বানাতে কত টাকা খরচ হয়



All

Videos

Images

Maps

News

More

Tools

About 295,000 results (0.78 seconds)

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ১ টাকার একটি কয়েন তৈরি করতে ৯৫ পয়সা খরচ হয়। ২ টাকা কয়েনে ১ টাকা ২০ পয়সা খরচ হয়। ... ১০০ টাকার নোট ছাপাতে খরচ পড়ে সাড়ে ৪ টাকা। এছাড়া ৫০ টাকা ও ২০ টাকার একটি নোট ছাপাতে আড়াই টাকা, ১০ টাকার নোট ছাপাতে ২ টাকা ২০ পয়সা এবং ৫ টাকার নোট ছাপাতে খরচ হয় ২ টাকার মতো।

<https://www.bissoy.com> > ...

১০০,৫০০ ও ১০০০ টাকা, এই তিনটি নোট বানাতে বাংলাদেশ সরকারের কত ...



About featured snippets



Feedback

<https://bdtimesblog.wordpress.com> > ... · Translate this page

বাংলাদেশের কোন টাকা বানাতে কত খরচ পড়ে - BD-Times.com

Apr 17, 2016 — ১০০ টাকার নোট ছাপাতে খরচ পড়ে সাড়ে ৪ টাকা। ... কোন টাকা তৈরিতে করতে কত খরচ হয় ...

দাজ্জালি অর্থনীতিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে:

দাজ্জালি অর্থনীতিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ সবসময়েই দারিদ্রের বেড়াজালে আটকে থাকবে। মানুষের আয় বাড়ার আগেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। ফলে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা আগের মতোই থাকবে। অথবা নিচে নেমে যাবে। আর আপনি সর্বদাই ইনকামের চিন্তায় পেরেশান থাকবেন। অন্য কিছু চিন্তা করার সুযোগ বা সময় কোনোটাই পাবেন না।

মোটকথা হলো, গতবছরের তুলনায় এ বছর আপনার আয় যতটুকু বাড়বে, তার চেয়েও বেশি হারে দ্রব্যমূল্যকে বাড়িয়ে দিয়ে আপনাকে অসচ্ছলতার মধ্যেই আটকিয়ে রাখা হবে।

প্রকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে সব সময়ঃ

আমি যখন সমতলের বিছানো স্থির পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করতাম তখন কিছু ভাই আমাকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করত। আমাকে খুব অনুৎসাহিত করত। বলতোঃ উম্মার এই ক্রান্তিকালে এসব বিষয়ে আলোচনা করার কি প্রয়োজন? আরো বলতো এসব জেনে আমাদের কি লাভ বা উম্মতের কি ফায়দা?

তখন যারা আমার আলোচনাগুলো কে বা আমার পোস্টগুলোকে সাদরে গ্রহণ করেছেন তারা এখন বুঝতে পারছেন নাসা সহ অন্যান্য স্পেস অরগানাইজেশন গুলো কিভাবে পুরো মানবজাতিকে ধোকা দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও বর্তমান সময়ের কথা চিন্তা করে দেখুন। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ এর প্রকাশ করা কিছু ছবি নিয়ে সারাবিশ্ব কিভাবে নাচছে?

আবার আমাদের কিছু স্কলাররাও সেগুলোর সাথে কুরআন হাদিসকে মিলিয়ে নিচ্ছে যাচাই-বাছাই ছাড়াই। অপবিজ্ঞান এবং প্রকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে না জানলে এভাবেই মানুষ ধোঁকা খাবে।

আর এজন্যই আমার অন্যান্য গবেষণা বা পোস্টের সাথে সব সময় আমি সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী অর্থাৎ প্রকৃত সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে কিছু না কিছু পোস্ট দেইই। যাতে করে

আপনারা এ ব্যাপারে সব সময় সচেতন থাকতে পারেন।
 কারণ দাডজালের খুব বড় একটি হাতিয়ার হচ্ছে নাসা সহ
 অন্যান্য স্পেস অর্গানাইজেশন।

সৃষ্টিতত্ত্ব কে বিকৃত করার ক্ষেত্রে এরা দাডজালের অত্যন্ত
 গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনাটা
 সবসময়ই যুগোপযোগী এবং খুব প্রয়োজনীয়।

নিন্দুকের কথায় আমি কান দেই না। প্রকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে
 আলোচনা করতেই থাকব ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি
 দাডজালি মহাকাশ সংস্থা গুলোর মুখোশ উন্মোচন করতে
 থাকব ইনশাআল্লাহ।

পৃথিবী গোলাকার, তবে বলাকার নয়ঃ

গোলাকার এবং বলাকার এর ভিতরে অনেকেই প্যাচ লাগিয়ে ফেলে। গোল যেকোনো কিছু হতে পারে কিন্তু সেটা বলাকার নাও হতে পারে। আর বল যেটা সেটা কে গোল হতেই হবে। অর্থাৎ বলাকার আর গোল আকারের দুটোর সংজ্ঞা ভিন্ন।

দুনিয়া সমতলে বিছানো এবং স্থির। পাশাপাশি গোলাকার। অর্থাৎ প্লেট বা ডিস্কের মত গোলাকার। তবে বলাকার নয় অর্থাৎ বলের মত গোল নয়।

প্লেট টাও কিন্তু গোলাকার। তবে বলাকার নয়।

আবার বল গুলো খেয়াল করুন সেগুলো গোলাকার এবং বলাকার। অর্থাৎ এগুলোকে ছেড়ে দিলে গড়িয়ে চলে যাবে।

অনেকেই অনেক রকম তাফসীর দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে পূর্ববর্তী অনেক মুফাসসিরগণ পৃথিবী কে গোলাকার বলেছেন। হ্যাঁ তাতো ঠিকই বলেছেন। পৃথিবীতো গোলাকারই। সমতলে বিছানো গোল। প্লেটের মতো। তারা কখনোই বলাকার বলেননি। গোলাকার বলেছেন। প্লেট বা চাকতির মত গোলাকার। ফুটবল এর মতো বলাকার বলেন নি।

আমাদের কাছে দুই ধরনের এলম রয়েছে:

যারা সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী সম্পর্কে জানে, তারা বল পৃথিবীর সমস্ত অযৌক্তিক থিওরি সম্পর্কেও খুব ভালো করেই জানে। সুতরাং আমাদেরকে বল দুনিয়ার বলময় ও ফালতু যুক্তি দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। এগুলো তো ছোটবেলাতেই পার করে আসছি। আমাদের কাছে তো আল্লাহর ইচ্ছায় ডাবল এলম রয়েছে। বল পৃথিবীর বলময় থিওরিকে ঘাটাঘাটি করার পরে আবার সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর এলম। মনে রাখবেন বল থিওরি অপবিজ্ঞানীরা আপনাদেরকে গিলিয়ে দিয়েছে। আপনারা ব্রেন ওয়াশড পিওপল। আর সমতল পৃথিবীর এলম আমাদেরকে অনেক কষ্ট করে, গবেষণা করে অর্জন করতে হয়েছে। এর পর আমাদের কাছে অনেক রহস্য উন্মোচন হয়ে গেছে। পাশাপাশি দাজ্জালি অনেক চক্রান্তকেও বুঝতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ।

কালো যাদুর মহামারীঃ

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এর পূর্বে পৃথিবীতে কালো জাদুর ব্যবহার বা চর্চা অধিক পরিমাণে হতে থাকবে। আর আমরা বর্তমানে সেটাই দেখতে পাচ্ছি। কালোজাদু এখন মহামারি আকার ধারণ করেছে। অধিকাংশ মানুষ কালো জাদুকর দের দ্বারা আক্রান্ত। তাদের উপর বিভিন্ন রকম জাদু করে রাখা হয়েছে। অসংখ্য ভাই বোন আমার কাছে অভিযোগ করেছে এবং আমার পরিচিত অনেক মানুষ কালো জাদু দ্বারা ভুক্তভোগী বা আক্রান্ত।

এসব থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে সুন্নত তরিকায় চলা এবং দোয়া-দরুদ এর উপর থাকা। বেশি বেশি কুরআন থেকে আমল করা।

বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা রুকিয়া বইটি পড়তে পারেন এবং রুকিয়া সাপোর্ট গ্রুপ থেকে এগুলো জেনে নিতে পারেন। এবং প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে পারেন। তাছাড়া সেখানে সেলফ রুকিয়া করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা আছে। সুতরাং আপনারা নিজেরাও সেলফ অর্থাৎ

নিজস্ব রুকিয়া করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

লিংকঃ

<https://ruqyahbd.org/>

তবে কিছু কিছু কালো জাদু এমন যে তা কখনোই ভালো হয় না। আর সেটাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই হয়। এক্ষেত্রে আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আমলের উপর অটল থাকতে হবে। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা। ইনশাআল্লাহ আপনি উত্তম বিনিময় পেয়ে যাবেন। আর যদি এর কারণে আপনার মৃত্যু হয় তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ আপনাকে শহীদি মৃত্যু দান করবেন। সুতরাং কালো জাদু দ্বারা আক্রান্ত হলে হতাশ হওয়ার কিছু

নেই। সাধ্যমত চিকিৎসা নিন। আর যদি সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাতেও ভেঙ্গে পরবেন না। সবার করবেন এবং আল্লাহর কাছে উত্তম বিনিময় পাওয়ার আশা রাখবেন। মনে রাখবেন আল্লাহ তাআলার রাসূল এর উপরেও জাদু করা হয়েছিল। সুতরাং জাদুতে কষ্ট পাওয়া এক প্রকার সুন্নত হিসেবেই ধরা যায়।

বদনজর সত্য:

বদনজর এর দ্বারা অনেক মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বদনজর মানুষ এবং জিন উভয়ের থেকেই হতে পারে। সুন্দর পুরুষ মহিলাদের ওপর জিন শয়তানদের নজর থাকে। জিন শয়তান যাদেরকে টার্গেট করে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। বিভিন্নভাবে মানুষের জীবনকে পেরেশান করে তোলে। বিয়ে সহ বিভিন্ন ধরনের জরুরি প্রয়োজনে বাধা সৃষ্টি করে। মেয়েদেরকে জিনেরা বেশি বিরক্ত করে। মেয়েদের উচিত ঘরেও পর্দা করা। অর্থাৎ সব সময় মাথায় কাপড় দিয়ে রাখাসহ শালীনভাবে থাকা। বিশেষ করে বাথরুমে যাওয়ার সময় খুব সতর্কতার সাথে যাওয়া উচিত। এবং সব সময় তিন কুল এর আমল দ্বারা নিজের শরীরকে বন্ধ করে রাখা উচিত। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন আমীন।

ঈসা (আ.) কোথায় এবং কখন অবতরণ করবেন?

ঈসা (আ.) ফজরের নামাজের সময় অবতরণ করবেন। দামেস্কের উমাইয়া জামে মসজিদে তাকবিরে উলা বলা হয়ে যাবে এমন সময় অবতরণ করবেন। নামাজের জন্য প্রথম কাতারে দাঁড়াবেন। দায়িত্বরত মুসলিম ইমাম তখন শ্রদ্ধাভরে অনুরোধ করবেন, হে রুহুল্লাহ, আসুন, আমাদের ইমামতি করুন। তিনি বলবেন, না, তোমরা বরং একে অন্যের আমির। এটাই সেই সম্মান, যা আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে দান করেছেন।’ (মুসলিম : ১৫৬)।

অন্য হাদিসে আছে, দায়িত্বরত ইমাম হবেন ইমাম মাহদি। নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসছে, নবী ঈসা (আ.) জাফরানের রঙের দুটি পোশাক পরে এবং দুজন ফেরেশতার পাখার ওপর হাত রেখে দামেশক শহরের পূর্বে অবস্থিত সাদা মিনারের উপরে অবতরণ করবেন।’ (মুসলিম : ২৯৩৭)।

N:B: বর্তমানে দাজ্জালের বাহিনী সাদা মিনারটিকে ভেঙে ফেলেছে। হয়তো ভবিষ্যতে আল্লাহর ইচ্ছায় সেটা আবার পুনর্গঠিত হবে অথবা ওই ভাঙা স্থানেই ঈসা (আ) অবতরণ করবেন। আল্লাহ্ আলম।



জায়েজ নাজায়েজ এর অদ্ভুত মানদণ্ড:

★★সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত মুসলমানদের কিছু দেশের পতাকাতে চাঁদ তারা,মিস্বারে চাঁদ তারা প্রতিক নাজায়েজ নয়।

কারণ শরীয়তের বিধান হলো যে সমস্ত বিষয় ইহুদী খৃষ্টানদের কালচার ও ধর্মীয় বিষয় হিসেবে বিবেচ্য ও প্রসিদ্ধ। তা ব্যবহার করা জায়েজ নয়।

যেহেতু চাঁদ তারা প্রতিক হওয়া এটি বর্তমানে ইহুদী খৃষ্টানদের ধর্মীয় কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং এটি এখন মুসলমানরাও তাদের পতাকা ইত্যাদিতে ব্যাপকহারে ব্যবহার করে থাকে, তাই এটা ব্যবহার করা হারাম নয়।

এটি সব ধর্মের অনুসারীরাই ব্যবহার করে,তাই এটি ব্যবহার করা নাজায়েজ হবেনা।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

এখানে এক ভাই অনলাইনে প্রশ্ন করেছিলেন চাঁদ-তারা ব্যবহার করা মুসলমানদের জন্য জায়েজ কিনা? তখন একজন মুফতি সাহেব কিছু দলিল প্রমাণ দিয়ে এই ফতোয়া দিয়েছেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন মুসলমানেরা কোন কিছু ব্যাপক আকারে ব্যবহার করবে এবং তা সব ধর্মের মানুষেরা ব্যবহার করবে তখন তা আর নাজায়েজ থাকবে না। তার এই মানদণ্ড অনুযায়ী তো আমরা বলতে পারি জন্মদিন, গান, সিনেমা দেখা, ছবি তোলা, বিভিন্ন দিবস পালন করা ইত্যাদি যে সকল কাজ বর্তমানে মুসলমানদের ভিতরে ব্যাপক আকারে প্রবেশ করেছে তাহলে এগুলো কিছুই তো আর নাজায়েজ থাকে না বরং সবই জায়েজ হয়ে যায়। এছাড়াও এই মানদণ্ড অনুযায়ী যদি সকল মুসলমান সুদ খাওয়া শুরু করে তাহলে সুদ আর নাজায়েজ থাকবে না। আবার যদি সকল মুসলমান মদ খাওয়া শুরু করে তাহলে মদও আর নাজায়েজ থাকবে না। এভাবে করে সব হারাম কিছুকে মুসলমানদের ভিতরে ব্যাপক করে দিয়ে সেগুলো কে হালাল বানিয়ে নেয়া যাবে।

এর আগে ক,রোনার একটি আর্টিকেল পড়তে গিয়ে দেখেছিলাম সেখানে একজন আলেম বলেছেন যদি টি-কাতে শূকরের টিস্যু, রক্ত বা অন্য কোনো উপাদান ব্যবহৃত হয়েও থাকে, তাতেও কোন সমস্যা নেই। কারণ তা তো আর খাওয়া হচ্ছে না বরং শরীরে পুশ করা হচ্ছে। তার এই কথা অনুযায়ী তাহলে হেরোইন, পেথোডিন সহ আরো যে সমস্ত ড্রাগ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেয়া হয় বা ধোয়ার (গাজা) মাধ্যমে নেয়া হয় সেগুলো হারাম হওয়ার কথা নয়। কারণ সেগুলো তো খাওয়া হচ্ছে না বরং পুশ করা হচ্ছে।

ওলামা একরাম অনেক জ্ঞানী। তারা বুঝে শুনেই মাসালা দেন। আমরা তাদের সমালোচনা করার যোগ্যতা রাখি না। কিন্তু শেষ জামানার এই ধরনের মাসালা বড় ভাবায় যে তারা কোন কিছু নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করেই আওয়াম দৃষ্টিকোণ থেকে মাসালা দিয়ে দেন, যেন আওয়ামের পক্ষে যায়। কিন্তু এই হযরত যদি চাঁদ তারা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন এর ভয়ঙ্কর ইতিহাস। তাহলে হয়তো আর তিনি এ কথা বলতেন না।

আর চাঁদ (half-moon) তারা (pentagram) সবাই ব্যবহার করছে বলেই তা জায়েজ হয়ে গেল একথাও কতটা যৌক্তিক আমার তা বুঝে আসেনা। তাহলে কি শয়তান ও দাজ্জালের সাইন সিম্বল গুলি যদি সকল মুসলমান ব্যবহার করা শুরু করে, সে সবকিছুই হালাল হয়ে যাবে? শেষ জামানা বড়ই ভয়ংকর জামানা। কাকে রেখে কাকে বিশ্বাস করবো? নিজের ঈমান আমল বাঁচানোর জন্য নিজেকেই কোরআন ও হাদিস কে ভালো করে বুঝতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে মজবুত সম্পর্ক করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা অভদৃষ্টি খুলে দিবেন এবং সমাজের মূল হাকিকত অর্থাৎ ভিতরের চেহারা বা আসল চেহারা আমাকে দেখিয়ে দিবেন। তখন আমি এসব আওয়াম মাসালার ভিতরও সঠিক তথ্য খুঁজে পাব ইনশাআল্লাহ। বর্তমান সময়টা ফেতনার যুগ। বেশিরভাগ মাসালা রাষ্ট্র, সমাজ এবং বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে দেয়া হয়। আর যখন দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে তখনও সবকিছু দাজ্জালের পক্ষে যাবে।

সে সময়ে অভদৃষ্টি ওয়ালা মুমিন ছাড়া বেশির ভাগ মানুষই বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে। বাকি আল্লাহ্ আলম।

আমি কোন আলেমের সমালোচনা করছি না বরং আমার সাধারণ বিবেচনায় যা (বর্তমান সমাজের করুন চিত্র) এসেছে তাই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। বর্তমানের নতুন নতুন ফেতনা গুলোর বিপরীতে মাসালা দেয়ার ক্ষেত্রে, হাজারতদেরকে আরো গভীরভাবে পড়াশোনা করে এবং সুক্ষ বিশ্লেষণ করে মাসআলা দেয়া উচিত বলে মনে হয়।

বি:দ্রঃ অবস্যই আলেমদের ইলমের কাছে আমি কিছুইনা। তারা সবসময় সম্মানের পাত্র। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।

জাহান্নামী স্টাইলের জুতা:

আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
জাহান্নামের সবচেয়ে কম ‘আযাব সে ব্যক্তির হবে, যাকে
আগুনের দু’টি জুতা পরানো হবে, ফলে এ দু’টির উত্তাপের
কারণে তার মগজ উথলাতে থাকবে।

(ই.ফা. ৪০৭; ই.সে. ৪২১)

শয়তান মানুষকে এখনই জাহান্নামের ডেমো জুতা পড়িয়ে
অভ্যস্ত করে নিচ্ছে।



সূর্য, শয়তানের সিং ও সেলফি:

রাসূল (ছাঃ) বলেন: ফজরের ছালাত পড়বে, অতঃপর সূর্যোদয়কালে ছালাত আদায় করবে না, যতক্ষণ না তা কিছুটা উপরে উঠে। কেননা, যখন তা উদিত হয়, তখন শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে উদিত হয় এবং এসময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। ...অতঃপর ছালাত থেকে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না সূর্য ডুবে যায়। কেননা তা শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে অন্তিমিত হয় এবং এসময় কাফেররা তাকে সিজদা করে (বুখারী হা/৩২৭৩; মুসলিম হা/৮৩২; মিশকাত হা/১০৪২)।

কাফের-মুশরিকরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যের পূজা করে। এসময় শয়তান সূর্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সে চায় যে, কাফেররা যেন তারই পূজা করে। এসময় শয়তান এমনভাবে দাঁড়ায়, যেন সূর্য তার মাথার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। সেকারণ হাদীছে বলা হয়েছে যে, ‘সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয়’। এ সময় ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ হওয়ার এটাই মূল কারণ (ফাৎহুল বারী ২/৬০)। হাদীছে শয়তানের শিং বলতে তার মাথার উভয় পার্শ্বকে বুঝানো হয়েছে (নববী, শরহ মুসলিম ৬/১১২)।

আমরা জানি সূর্য উদয়ের সময় শয়তান সূর্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন মনে হয় যে সূর্য শয়তানের সিংয়ের মাঝে দিয়ে উদিত হচ্ছে। আর এই জিনিসটাকেই মনে হয় প্রমোট হচ্ছে মানুষের ছবি তোলার এই স্টাইল দিয়ে। অর্থাৎ মানুষ যে সূর্যের সামনে গিয়ে সূর্যকে হাতে নেয়ার ভান করে ছবি তোলে, সেটার দ্বারা সম্ভবত শয়তানের এই ব্যাপারটাকেই সুক্ষ ভাবে প্রচার করা হচ্ছে। বাকি আল্লাহ্ আলম।



হিলা বিয়ে ও নারীর সম্মান:

আমাদের সমাজে হিলা বিয়েকে অসম্মানের বিষয় হিসেবে দেখা হয়। অনেকে বিষয়টিকে ঘৃণাও করে। আবার অনেকে কুসংস্কারও মনে করে, নাউজুবিল্লাহ। অনেকেই হয়তো হিলা বিয়ে সম্পর্কে জানেন না তাই তাদের সম্পর্কে হালকা করে বলে নিচ্ছি। হিলা বিয়ে হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে যদি তিন তালাক হয়ে যায় তারা একদম বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তারপর যদি তারা আবার সংসার করতে চায়, তাহলে স্ত্রীকে অন্য জায়গায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে এবং সেখান থেকে যদি সেই (নতুন) স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয় তাহলেই তারা (পূর্বের স্বামীর সাথে) আবার পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অর্থাৎ একজন মহিলার তালাক হয়ে যাওয়ার পর অন্য একজন পুরুষের সাথে হালাল ভাবে সংসার না হওয়া পর্যন্ত এবং সেখান থেকে তালাক না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের স্বামীর সাথে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন না। হিলা বিয়ে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিচের লিংকগুলোতে প্রবেশ করতে পারেন।

1)

<https://www.ourislam24.com/2021/08/18/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0>

%A6%BE-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0

%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93/

2)

<https://ifatwa.info/15409/>

আমার এই পোস্টের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হিলা বিয়ের মাধ্যমে নারীকে কিভাবে সম্মানিত করা হয়েছে সেটাকে তুলে ধরা।

ভালো করে বুঝুন। হিলা বিয়ের দ্বারা নারীকে মোটেও অসম্মানিত করা হয় না। বরং পরিপূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়।

কিভাবে?

ধরুন তালাক প্রাপ্তা নারীকে যদি নতুন করে বিবাহ দেয়া ছাড়াই আগের স্বামী তার ইচ্ছামত বিয়ে করে নিতে পারে, তাহলে এই বিয়ের কোনো মূল্যই থাকলো না। অর্থাৎ নারীকে কোন সম্মান বা মর্যাদা দেয়া হলো না। নারীকে

একটি খেলনার বস্তু বানিয়ে ফেলা হলো। যখন ইচ্ছা তাকে ছেড়ে দিল,
 তালাক দিল, আবার যখন ইচ্ছা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলো। নারী, বিয়ে ও
 তালাক যেন খেলনার বিষয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা এমন কঠোর বরং
 সুন্দর নিয়ম জারি করেছেন, যেন নারীর পূর্ণ মর্যাদা এখানে নারী পায়। অর্থাৎ
 এটাই বুঝানো হয়েছে যে, নারী, বিয়ে ও তালাক এগুলো কোন খেলনার
 বিষয় নয় যে আপনি চাইলেই তা করতে পারবেন। নারীকে ছেড়ে দিবেন
 আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। বরং আপনি যেন বুঝতে পারেন যে
 একজন নারীর যথেষ্ট মর্যাদা আছে। তাকে চাইলেই ছেড়ে দেয়া
 যায় না। আবার চাইলেই ফিরিয়ে আনা যায় না।

মূলত হিল্লা বিয়ের দ্বারা তালাকের কঠোরতা এবং বিবাহের জরুরত
 বা গুরুত্ব এবং নারীর মর্যাদা কেই হাইলাইট করা হয়েছে। সুতরাং
 আমরা বুঝতে পারলাম যে হিলা বিয়ে নারীকে সম্মান দেয়ার জন্যই
 আরোপ করা হয়েছে। বাকিতো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

আতর ব্যবহারে কিছু লক্ষণীয় বিষয়:

আতর ব্যবহার করা সুন্নত। এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই সুন্নত আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু সৌজন্যতা বা ভদ্রতার দিকে লক্ষ রাখা দরকার।

আমাদের অনেক দ্বীনি ভাই নিজের আতর দিয়ে অন্য ভাইকে একরাম করতে গিয়ে তাকেও সেই আতর লাগিয়ে দেয়। এটা অবশ্যই একটা ভাল কাজ।

কিন্তু বিষয়টা আবার ভিন্ন রকম হতে পারে। আমার কাছে যে ঘ্রান পছন্দনীয় সেটা আরেকজনের কাছে পছন্দনীয় নাও হতে পারে। আবার কারো কারো স্মেল এলার্জি থাকে। আমি যদি কাউকে জোর করে আতর লাগিয়ে দেই এটা তার জন্য উপকারী নাও হতে পারে। ওই আতরের কারণে তার অ্যালার্জি হতে পারে, মাথাও ধরতে পারে।

আবার আমার নিজের শরীরে আতর ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও একটা বিষয় খেয়াল করা দরকার। খুব কড়া ঘ্রানের কোন আতর ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাহলে আমার পাশে দাঁড়ানো ভাইটির সেই ঘ্রানের কারণে কষ্ট হতে পারে। মুমিন ভাইকে কষ্ট দেওয়া ইসলামে একটি নিন্দনীয় কাজ এটা আমরা ভালো করেই জানি। সুতরাং আমাদের উচিত হালকা ঘ্রানের আতর ব্যবহার করা, যাতে করে আশেপাশের মানুষের কষ্ট না হয়। এবং অনুমতি ছাড়া কারো গায়ে আতর লাগিয়ে দেওয়াও ঠিক নয়। কারন

ভদ্রতার খাতিরে কিছু হয়তো বলতে পারেনা। কিন্তু কষ্ট
ঠিকই পায়।

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন আমীন।

নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে করায় কি কোন অসুবিধা আছে?

সাহাবীরা (রা:) নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করেছেন। তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। এ পোষ্ট দেয়ার পর অনেকেই ডাক্তারদের কথা বলছেন। ডাক্তার এটা বলছে, ডাক্তার ওইটা বলছে, ডাক্তার সেটা বলছে।

ডাক্তাররা তো অনেক রোগীর মৃত্যুর ডিক্লারেশনও দিয়ে দেয়। আপনি আগামী এক মাস বা দুই মাস বেঁচে থাকবেন। কিন্তু সে এক যুগ বা দুই যুগ বেঁচে থাকে।

আবার অনেক ডাক্তার অনেক রোগের ব্যাপারে বলে দেয় এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। কিন্তু হাদিসে আসছে আল্লাহ এমন কোন রোগ নাযিল করেননি যে রোগের চিকিৎসাও নাযিল করেননি।

(মুহাম্মাদ ইবনু মূসান্না (রহ:) ... আবু হুরায়রা (রা:) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি যার নিরাময়ের উপকরন তিনি সৃষ্টি করেন নি।) হাদিসের মান: সহিহ (Sahih), বর্ণনাকারী: আবু হুরায়রা (রা:), সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

আমি ডাক্তারদেরকে ছোট করছি না। দুনিয়াতে সব সমস্যার সমাধান আল্লাহতালা রেখেছেন। কিন্তু আমরা তা খুঁজে পাই না সেটা আমাদের ব্যর্থতা। একই রক্তের গ্রুপে বিয়ে হয়েও অনেক দম্পতি খুব স্বাভাবিক বরং আরও

উত্তম জীবন যাপন করছে, চোখে দেখেছি। এবং তাদের বাচ্চাদেরকে টিকাও দেয়নি। অন্যান্য বাচ্চাদের চেয়ে সেই বাচ্চাগুলো অনেক বেশি সুস্থ এবং ব্রিলিয়ান্ট, আলহামদুলিল্লাহ।

তবে হ্যাঁ অনেকের হয়তো বা সমস্যা হতে পারে। কিন্তু ভালো করে অনুসন্ধান করলে হয়তোবা দেখা যাবে তাদের অন্য কোন সমস্যা আছে।

একটি ঘটনা শুনুন। একবার এক সাহাবী আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বলল হে রাসূল আল্লাহ, আমার ভাইয়ের পেট খারাপ। আল্লাহর রাসূল বললেন তোমার ভাইকে মধু খাওয়াও। সাহাবী তাই করলেন।

পরের দিন এসে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ভাইয়ের পেট এখনো ভালো হয়নি। আল্লাহর রাসূল আবারো তাকে মধু খাওয়াতে বললেন। সাহাবী আবারো ফিরে গিয়ে মধু খাওয়ালেন। এতে ওই অসুস্থ সাহাবী আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

আল্লাহর রাসূলের কাছে যখন আবারো একথা বলা হলো তখন আল্লাহর রাসূল বললেন তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে, আল্লাহ সত্য বলেছেন। তুমি আবার তাকে মধু খাওয়াও। সাহাবী ফিরে গিয়ে তৃতীয় দিন তার ভাইকে মধু খাওয়ালেন। এবং সেই অসুস্থ সাহাবী সুস্থ হয়ে গেলেন আলহামদুলিল্লাহ। এখান থেকে কি বুঝলেন?

আল্লাহর রাসূলের কথাই সত্য, আমাদের পেট, শরীর, গবেষণা সব কিছু মিথ্যা। বর্তমানের চিকিৎসাবিজ্ঞান সহ সবকিছুই দাঁড়িয়ে আছে অপবিত্রতার উপর।

আমার আর্মি অফ দাজ্জাল বইয়ের চিকিৎসা অংশে অপচিকিৎসা নিয়ে অনেকগুলো আর্টিকেল সহ একটা অধ্যায় আছে। সেগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, বর্তমানের কথিত চিকিৎসাবিজ্ঞান পুরোটাই স্যাটানিক, অকাল্ট সাইন্স এর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকমান হাকিম (আ:) এর মত চিকিৎসক বর্তমানে নেই বললেই চলে, যিনি কোরআন ও হাদিসের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান কে সাজিয়ে উম্মতকে উপহার দেবে। সুতরাং সাহাবীদের জিন্দেগির দিকে তাকান, তারা যেভাবে জীবন যাপন করেছে, সে ভাবে জীবন যাপন করার চেষ্টা করুন। জীবনে বরকত পাবেন, সোয়াব পাবেন, আবার টাকাও বাঁচবে, সুস্থও থাকবেন ইনশাআল্লাহ। কুরআন ও হাদিসের দলীল সহ বিস্তারিত জানতে পড়ুন এই লিংক থেকে।

<https://islamqabd.com/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6.../>

প্রেমিক প্রেমিকার মিথ্যা ভালোবাসার ফাদঃ

আমরা জানি যে অবৈধভাবে প্রেম ভালোবাসা করতে গিয়ে একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার জন্য বা একজন প্রেমিকা তার প্রেমিকের জন্য জীবন দিয়ে দিতে রাজি হয়ে যায়। তাদের ডায়লগ থাকে ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। ওকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটু ভেবে দেখুন যেই ছেলেটা বা মেয়েটা এতগুলো বছর বাবা-মার কাছে থেকেছে সেই বাবা-মাকে বাদ দিয়ে দুই দিনের পরিচিত একটা মানুষের জন্য জীবন দিয়ে দিতে রাজি হয়ে যায়। এটা কি আদৌ যৌক্তিক বলে মনে হয়?? এরা কখনো বলেনা যে, বাবা-মাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা। তাদের ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। তাদের ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। অথচ বাবা-মা তাদের নিজেদের রক্তকে পানি করে, তাদের নিজের সুখগুলো কে বিসর্জন দিয়ে এই ছেলে মেয়েকে মানুষ করে। আর এরা কিনা দুই দিনের পরিচয় এর একজন মানুষের জন্য তাদের জীবন দিয়ে দিতে রাজি হয়ে যায়। কত বড় স্বার্থপর তারা ।

আপনার কি মনে হয় তারা সত্যিই তাদের প্রেমিক বা প্রেমিকা কে ভালবাসে?? মোটেও না। একদম মিথ্যা। যারা নিজের বাবা মাকে

ভালোবাসে না, তারা কি করে অন্যকে ভালবাসতে পারবে? এটা সম্পূর্ণ ই ফাদ। যে তার বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ে আপনাকে বলবে যে, আপনাকে ভালোবাসে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, ধোকা। সুতরাং এই ধরনের ধোকায় পড়বেন না। ইসলামের দৃষ্টিতে এমনিতেই তো অবৈধভাবে অর্থাৎ বিয়ে বহির্ভূত কোনো ছেলে মেয়ের সম্পর্ক নাজায়েজ। সেখানে আবার তাদের এইসব কথাবার্তা তো আরও অযৌক্তিক।

তো মূল কথা এটাই যে, যে নিজের বাবা মাকে ত্যাগ করে আপনার কাছে আসতে পেরেছে। সে যে কোন মুহূর্তে আপনাকেও ত্যাগ করে চলে যেতে পারে। তাঁর এই ভালোবাসা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং এই ফাঁদে পা দিবেন না। আল্লাহ যেখানে আপনার জন্য সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করে রেখেছেন তা আপনার ভাগ্যে জুটবেই। অপেক্ষা করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার অভিভাবকদের মাধ্যমেই সুব্যবস্থা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। নিজে থেকে অবৈধ হারাম নাজায়েজ প্রেমের মাধ্যমে নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনী খুঁজে ফেরা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন এবং এই যেনা থেকে নিরাপদ রাখুন, আমিন।

মাদ্রাসার ছেলেমেয়েদের অপকর্মের দায়ভার কার?

আমি দীর্ঘদিন একটি মাদ্রাসার এডমিন হিসেবে ছিলাম। এছাড়াও অনেক মাদ্রাসায় আমার আসা যাওয়া ছিল। বর্তমানে আমার আহলিয়া একটি মাদ্রাসার এডমিনে আছে। আমার বাচ্চারাও মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। সবমিলিয়ে এখনো মাদ্রাসায় আসা-যাওয়া এবং যোগাযোগ আছে। আমার এবং আমার আলিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আজকে আপনাদের সাথে কিছু বিষয় শেয়ার করব।

আমরা খুব কাছে থেকে দেখছি বা দেখেছি মাদ্রাসার ছেলে এবং মেয়েদের অপকর্মগুলো। ছেলেরা বাহিরে তো ঠিকই পায়জামা পাঞ্জাবি টুপি দাড়ি আর মেয়েরা পূর্ণ পর্দা করে চলাফেরা করে। আমরা তাদেরকে অনেক দীনদার পরহেজগার মনে করি। কিন্তু এদের মধ্যেই অনেককে দেখা গেছে তারা প্রেম করে, স্মোক করে আরও বিভিন্ন রকম অপকর্ম করে বেড়ায়। এবং মাদ্রাসার ভিতর অন্য ছেলে মেয়েদের সাথে খুব আজেবাজে নোংড়া আলোচনা করে। পরবর্তীতে যখন এই ছেলেমেয়েগুলোর পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হলো তখন জানা গেল, তাদের কারোরই পারিবারিক

ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো নয়। অর্থাৎ তারা পরিবার থেকে সামান্যতম দ্বীনি শিক্ষা পায়না। এবং পরিবার গুলোতে কোন দ্বীনি পরিবেশও নেই।

মাদ্রাসা থেকে বাসায় যাওয়ার পর এই ছেলেমেয়েগুলো সেই বদদ্বীনি পরিবেশে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। দীনহীন পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন থেকে যে সব আজীবাজে জিনিস শিখে আসে সেগুলো নিজের অবচেতন মনে মাদ্রাসায় এসে করে ফেলে। এবং অন্যান্য দ্বীনদার পরিবারের, দ্বীনদার ছেলে মেয়েদের উপরেও তার প্রভাব পড়ে।

সুতরাং বুঝা গেল যে মাদ্রাসার ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন অপকর্মের দায়ভার সম্পূর্ণ তাদের পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনের। মাদ্রাসার নয়।

তাই আপনি মাদ্রাসার ছেলেমেয়েদের অপকর্ম দেখে মাদ্রাসাকে দোষারোপ করতে পারেন না।

এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উচিত প্রথমে নিজেদেরকে দ্বীনদার বানানো এবং নিজেদের ঘর ও পরিবেশকে দ্বীনী পরিবেশে রূপান্তরিত করা। নাহলে আপনার ছেলে মেয়ের ওপর বিরূপ মানসিক চাপ পড়বে। কারণ সে বাসায়

পাচ্ছে বদদ্বীনী পরিবেশ আর মাদ্রাসায় গিয়ে দেখছে দ্বীনী পরিবেশ। দুটোতে
অ্যাডজাস্ট করে চলা তার জন্য খুব কষ্টকর হবে।

ফলে সে না পারবে সঠিকভাবে দ্বীনের উপরে চলতে আর না পারবে
ঠিকমতো দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন করতে। বরং দুটোকে গুলিয়ে ফেলবে এবং
হ-য-ব-র-ল এক নিজেকে তৈরি করবে। আর বদনাম হবে মাদ্রাসার এবং
ইসলামের। সুতরাং প্রত্যেক অভিভাবক সতর্ক হওয়া উচিত।

আপনার বাচ্চাকে যেহেতু মাদ্রাসায় দিয়েছেন তাই আপনার ঘরকেও
মাদ্রাসার পরিবেশ বানিয়ে ফেলুন। তাহলে আপনার সন্তান নিজেও ভুল পথে
যাবে না এবং অন্যকেও ভুল পথে নিবেনা। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার
তৌফিক দান করুন আমিন।

মায়ান (কুফুরি) ক্যালেন্ডার:

মায়ান (কুফুরি) ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কাফের সায়েন্টিস্টরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল 2012 সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেক মানুষ সেই সময় ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। অনেকে নিজ জায়গা জমিও বিক্রি করে দিয়েছিল। এটাতো 10, 15 বছর আগের কথা।

রিসেন্টলিও কতবার তারা বলেছে পৃথিবীতে বড় বড় গ্রহাণু আঘাত হানবে এবং পৃথিবীর বিশাল অংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এরকম ভাবে প্রায় সময় তারা হাবিজাবি কথা বলে। আর অন্যদের সাথে সাথে আমাদের মুমিন ভাইয়েরা এইগুলি বিশ্বাস করে আর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

অথচ মুমিনের শান হচ্ছে কাফের ফাসেকদের আনীত খবরকে যাচাই-বাছাই করা ছাড়া গ্রহণ না করা। কিছু মুসলিম ভাইয়ের কাছে মুমিন গবেষকের অন্তর্দৃষ্টির চেয়ে কাফেরদের কল্পিত গবেষণা অধিক গ্রহণযোগ্য, আফসোস। দাজ্জালি মিডিয়ার খবর গুলো অত্যন্ত যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রহণ করা বড় ধরনের একটি বোকামি। কাফেরদের ভোগাস গবেষণার চেয়ে মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ পর্যালোচনা গুলোকে বেশি প্রাধান্য দিতে শিখুন। কাফেরদের অর্থাৎ দাজ্জালি মিডিয়ার ফেক প্রোপাগান্ডা গুলোকে চিনতে, বুঝতে ও ধরতে শিখুন।

মুসলিম ন্যাড়ারা ক্রোনা সিনেমা থেকে শিক্ষা নেয়নি:

করণা মুভি থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল। 2019 এর ডিসেম্বরে যখন সর্বপ্রথম করণা মেগাসিরিয়ালটি রিলিজ হয় তখনই এর বিরুদ্ধে বলেছিলাম। প্রথম প্রথম সবাই হাসাহাসি করেছিল। কিছু কিছু ভাই-বোন অবশ্য বুঝতে পেরেছিল।

দুই বছরের সিরিয়াল দেখার পর এখন অবশ্য বেশিরভাগ মানুষই বুঝতে পেরেছে ধোকাটা।

একটু অতীতে ফিরে গিয়ে চিন্তা করে দেখুন তো, কি ভয়াবহ ধোকাটাই না পুরো বিশ্ববাসীকে দেয়া হয়ে ছিল। আলেমগণ পর্যন্ত ভাল করে গবেষণা না করে " হু "এর সাথে তাল মিলিয়ে মুসলিম উম্মার অনেক আমল-ইবাদত কে নষ্ট করে দিয়েছে।

মুমিনের শান হচ্ছে, মুমিন এক গর্তে দুইবার পা দেয় না। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজের মুসলমানেরা গর্তে শুধু পা দেয়ই না, গিয়ে গর্তের ভিতর ঢুকেই পরে। করণা সিনেমা থেকে একটুও শিক্ষা নেয় নি। হু বিশ্ববাসীকে নাচিয়েছে, বিশ্ববাসী নেচেছে। আর এবার বিশ্ববাসীকে জাতিসংঘ নাচাবে, উম্মত আবার নাচবে।

কাফেররা যাই বলবে তাই নির্দিধায় মেনে নেবে, বিশ্বাস করবে। গবেষণা বা যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনও মনে করবেনা। আর একদল ওলামায়ে ছু তো থাকবেই সেগুলো কোরআন হাদিসের সাথে মিলিয়ে দেবে। এবং তাদের অন্ধ

পূজারীরা সেগুলো নিয়ে উল্লাস করবে। ভিন্নভাবে কেউ চিন্তা করলে এবং তা প্রকাশ করলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কথিত আছে ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়। কিন্তু বর্তমানের ন্যাড়ারা বেলতলায় বারবার যায়। বারবার মাথা ফাটে তবুও যায়। এই সমস্ত ন্যাড়ারা কাফেরদের গবেষণা এবং থিউরি গুলোকে খুব বিশ্বাস করে, খুব আস্থা রাখে, ভরসা করে। কিন্তু নিজের মুমিন ভাইদের গবেষণা বা অন্তর্দৃষ্টি কে হাস্যকর মনে করে।

আফসোস এই ঘিলুহিন ন্যাড়াদের জন্য।

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতা দান করুন।

শান্তি ও শান্তির আসবাব দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস:

শান্তি এক জিনিস আর শান্তির আসবাব আরেক জিনিস।
 আপনার ঘরে শান্তির অসংখ্য আসবাব থাকতে পারে।
 যেমন এসি, ফ্রিজ, ওভেন, সোফা আরো বিভিন্ন
 আসবাবপত্র ইত্যাদি। কিন্তু এত কিছু থাকার পরেও
 আপনার ঘরে শান্তির নাও থাকতে পারে। অন্যদিকে
 আরেকজনের ঘরে শান্তির এসকল আসবাব নেই। একদম
 সাদিকি জীবন-যাপন করছে কিন্তু তার ঘরে শান্তি আছে।
 সুতরাং বুঝা গেল শান্তির আসবাব থাকলেও ঘরে শান্তি
 নাও থাকতে পারে। আবার শান্তির আসবাব না থাকা
 সত্ত্বেও ঘরে পূর্ণ শান্তি থাকতে পারে। আর এই শান্তি
 আসতে পারে পরিপূর্ণ দ্বীন চর্চার দ্বারা।
 আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

সত্যিকারের আলেমকে চিনার খুব সহজ পদ্ধতি:

বর্তমানে হকপন্থী আলেমকে চিনার একটি সহজ উপায় হচ্ছে, তিনি কখনোই কোনো ইসলামী দলের বিরুদ্ধে কিছুই বলবেন না. (যেমনটা অন্যরা করে. অর্থাৎ নিজের দল ছাড়া অন্য সব দলকে ভ্রান্ত মনে করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো). বরং একজন হকপন্থী এবং প্রকৃত ইসলামপ্রেমী আলেম বা ব্যক্তির সমস্ত কথা, লিখা ও প্রচেষ্টা বা ফোকাস থাকবে ইসলামের শত্রু বা কাফেরদের বিরুদ্ধে. তারা কখনোই কোনো ইসলামী দলের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না, বা ভুল ধরার পিছনে লেগে থাকবেন না. তারা সবসময় উম্মতের ঐক্যের ফিকির করবেন আর উম্মাহকে কাফেরদের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের জান ও মাল কে কুরবানী করে দিবেন. অন্যদিকে পেটপূজারী স্বার্থবাদী ওলামায়ে সু রা এসির নিচে বসে, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজ করে যাবে. আল্লাহ আমাদেরকে ধোকাবাজ, নকল ও রাভ স্কলার দের থেকে হেফাজত করুন.

সুখ কোথায়? ১০ হাজার টাকা বেতনে, নাকি আড়াই লাখ টাকা বেতনে?

১০ হাজার টাকা বেতন পাওয়া এক লোক ফোনে তার বউয়ের সাথে ২৫০০ টাকা ভাড়ায় একটি রুমে উঠার কথা আলোচনা করছিল। তখন তার বউ ঘরের ভাল-মন্দ খোঁজখবর নিচ্ছিলো।

পিছন থেকে স্বামী-স্ত্রীর এসব কথা আড়াই লাখ টাকা বেতন পাওয়া সরকারি কর্মকর্তা শুনছিল।

ফোন আলাপ শেষ হওয়ার পর, কর্মকর্তা তার কর্মচারীকে ডেকে বলল তোমরাই সুখী। তোমার বউ ২৫০০ টাকার একটা রুমের কত খোঁজ খবর নিচ্ছে। আর আমি এক কোটি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেও আমার বউকে খুশি করতে পারিনি। সে একবারের জন্যও ফ্ল্যাট দেখতে আসেনি, খোঁজখবর নেয়নি।

তাছাড়া তোমরা সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে যখন বাসায় ফিরো, তখন তোমাদের বউ অস্থির হয়ে যায় কিভাবে তোমাদের খেদমত করবে। নিজের হাতে খানা বেড়ে দেয় এবং খাওয়ার সময় সামনে বসে থাকে, খেদমত করতে থাকে। আর আমাদের মত লাখ টাকা পাওয়া লোকেদের বউয়েরা কাজের মেয়ে দিয়ে খাবার পাঠায় এবং নিজেরা কখনোই সামনে আসে না।

তাহলে বল প্রকৃত সুখী কে?

আমাদের টাকা আছে কিন্তু মানসিক প্রশান্তি নেই।
তোমাদের টাকা কম কিন্তু প্রশান্তির সাথে জীবন ঠিকই
পার হয়ে যাচ্ছে।

নোটঃ ঘটনাটি থেকে বোঝা গেল অনেক টাকা পয়সার
ভিতরে সুখ নেই। অল্প কামাইয়ে সুন্দর জীবনযাপন এর
ভিতরেই সুখ নিহিত। আর সাথে যদি দ্বীনদারিত্ব থাকে
তাহলে তো নুরুন আলা নুর।

বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদন:

এ কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন হযরত মিকাদিল (আ.)। তিনি আল্লাহর আদেশে বাতাসের মাধ্যমে মেঘমালা সঞ্চালন করেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে তা বর্ষণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (সা.) জিব্রাইল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, মিকাদিল কোন দায়িত্বে নিয়োজিত? তখন জিব্রাইল (আ.) বলেন, তিনি বৃষ্টি, উদ্ভিদ বিষয়ক দায়িত্বে রয়েছেন।' (ফাতহুল বারি : ৬/৩৫৫)

এটাই সত্য। এটাই বাস্তবতা। এটাই ব্যাখ্যা। এটাই কারন।

অপবিজ্ঞান (কুসংস্কার) / নাসা প্রেমিরা মানতে পারুক বা না পারুক।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে রা'দ (মেঘের গর্জন) প্রসঙ্গে বলুন, এটা কি? তিনি বললেনঃ মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের একজন নিয়োজিত আছে। তার সাথে রয়েছে আগুনের চাবুক। এর সাহায্যে সে মেঘমালাকে সেদিকে পরিচালনা করেন, যদিকে আল্লাহ তা'আলা চান। তারা বলল, আমরা যে আওয়াজ শুনতে পাই তার তাৎপর্য কি? রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এটা হচ্ছে ফেরেশতার হাঁকডাক। এভাবে হাঁকডাক দিয়ে সে মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে নিয়ে যায়। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তারা আবার বলল, আপনি আমাদের বলুন, ইসরাঈল [ইয়াকুব ("আঃ)] কোন জিনিষ নিজের জন্য হারাম করেছিলেন? রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তিনি ইরকুন নিসা (স্যায়াটিকা) রোগে আক্রান্ত ছিলেন কিন্তু উটের গোশত ও এর দুধ ছাড়া তার উপযোগী খাদ্য ছিল না। তাই তিনি তা হারাম করে নিয়েছিলেন। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

সহীহ : সহীহাহ (১৮৭২)।

ফুটনোটঃ

আবু 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩১১৭

হাদিসের মান: সহীহ হাদিস

মূর্তি পূজার আরো একটি নতুন কৌশল:

শয়তান ভালো করেই জানে মুসলমানরা কখনোই সরাসরি মূর্তি পূজা করবে না। তাই সে সব সময় বিভিন্ন কৌশলে মুসলমানদেরকে মূর্তিপূজা করিয়ে থাকে। ২০২২ সালের এই শেষের দিকে শয়তান পুরা বিশ্বের মুসলমানকে মূর্তি পূজা করিয়ে দিল।

অল্প কিছু মানুষ একটি মূর্তি কে পাওয়ার জন্য কয়েকদিন যাবত অনেক পরিশ্রম করল। আর সেই মূর্তি কে পাওয়ার পর তারা আজ মহা আনন্দিত, যেন জান্নাত পেয়ে গেল।

আবার এদের মূর্তি পাওয়া দেখে সারা বিশ্বের মুসলমানরাও আনন্দিত। নিজের অজান্তেই অধিকাংশ মানুষ মূর্তি পূজায় হারিয়ে গেল। এদের মধ্যে আবার অনেক দ্বীনদারও আছে।

দাজ্জালের কপালের কাফের লিখাটা পড়তে পারা এত সহজ নয়। অনেক এলম, তাকওয়া এবং অভদৃষ্টি প্রয়োজন।

এরকম নিত্যনতুন ফেতনা তো আসতেই থাকবে। আর হাজারে ৯৯৯ জন মানুষ এ সমস্ত ফেতনায় পা দিয়ে ঈমানহারা হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় শুধুমাত্র হাজারে একজন মুমিন সকল ফিতনা থেকে বেঁচে যাবে ইনশাআল্লাহ।



শয়তান দুনিয়াকে ছোট এবং তুচ্ছ হিসেবে দেখতে চায়:

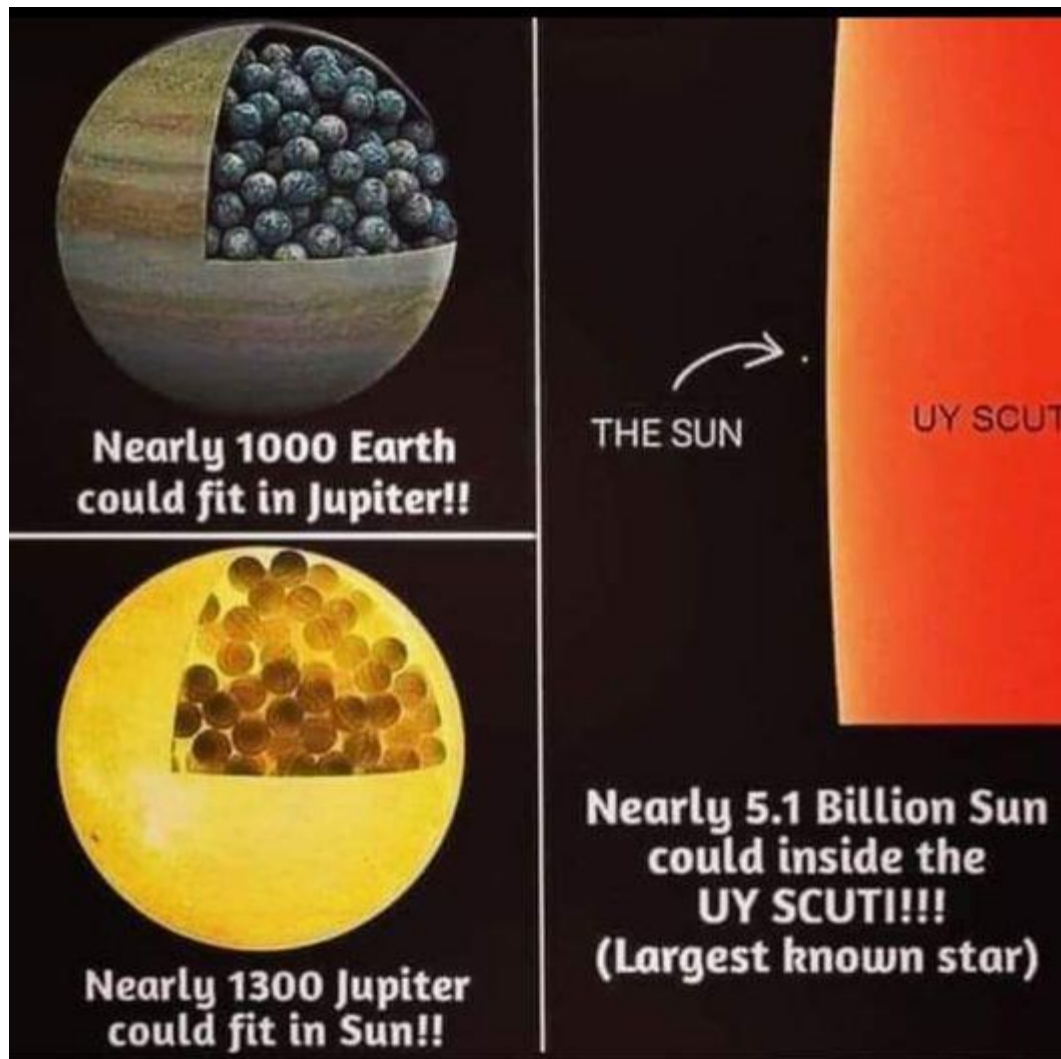
আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই দুনিয়াকে সমতলে বিছিয়ে দিয়েছেন।

করেছেন সুবিস্তীর্ণ এবং স্থির। পাঠিয়েছেন তার প্রিয় মানুষগুলিকে (নবী-
রাসূল)।

এই দুনিয়ার ভূমিতেই হবে হাশরা। চাঁদ সূর্য নক্ষত্র এগুলোকে তৈরি করেছেন
পৃথিবীর আলো দানকারী ও সৌন্দর্যতা বর্ধনকারী হিসেবে।

কিন্তু সূর্য ও নক্ষত্র পূজারীরা পৃথিবীকে ছোট দেখিয়ে, সূর্য ও নক্ষত্রকে
বিশাল হিসেবে দেখায়।

অর্থাৎ আল্লাহ যেটাকে বড় বানিয়েছেন এবং গুরুত্ব দিয়েছেন, শয়তান
পূজারীরা সেটাকে ছোট হিসেবে এবং অগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করতে
চায়।



আল্লাহর রাসূলের আসমান ভ্রমণ বনাম কাফেরদের আসমান ভ্রমণঃ

মেরাজের রাতে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন উর্ধ্ব আকাশে সফর শুরু করেন তখন প্রত্যেক আসমানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। ভালো করে বুঝুন। আল্লাহর রাসূল এবং জিব্রাইল আলাইস সালাম কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আসমানের দরজা খোলা হয়েছে তাও নিশ্চিত হওয়ার পর।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন,

<https://www.alkawsar.com/bn/article/2912/>

অথচ এই দিকে অপ বিজ্ঞানীরা দাবি করে তারা আসমান পার হয়ে দূর-দূরান্তে চলে গেছে। আর আমাদের ন্যাড়া মুসলমানেরা সেগুলো বিশ্বাস করে বসে আছে। আবার একদল ঘিলুহীন মুসলিম আছে যারা এগুলো কে আবার ইসলামাইজড করে দেয়।

ওরা ভয় পায়। প্রচণ্ড ভয় পায়, অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বলতে।

অন্যদিকে কেউ যদি সত্য উপস্থাপন করে, তাকে সমর্থন দেয়া তো দূরের কথা উল্টো তার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে যায়।

একটি পর্দাশীল মেয়ে এবং দুইটি দৃষ্টিভঙ্গিঃ

আজকে বনানীতে পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দা করা একটি মেয়েকে দৌড়ে বাসে উঠতে দেখে দুই ধরনের চিন্তা মাথায় আসলো।

প্রথমেই শয়তান মাথার ভিতরে নেগেটিভ চিন্তা দিয়ে দিল। মনে হল আরে এই মেয়েটি এরকম পর্দা করে কেন দৌড়াদৌড়ি করছে? কেন এভাবে দৌড়ে বাসে উঠার চেষ্টা করছে? কেন এভাবে পুরুষদের সাথে সমান তালে চলার চেষ্টা করছে? সে তো ঘরেই থাকতে পারতো। অথবা তার কোন মাহারাম পুরুষকে সাথে নিয়ে বের হতে পারতো। একজন পর্দাশীল মেয়ের কি দরকার এভাবে দুনিয়াবী কাজের জন্য ছোট্টাছুটি করা।

একটু পরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে পজেটিভ চিন্তার উদয় হল অন্তরে। মনে হল, নাহ ব্যাপারটা তো ভিন্ন রকম হতে পারে। হয়তোবা তার পরিবারে উপার্জন করার মতো কর্মক্ষম কোন ব্যক্তি নেই। তাকেই পরিবারের হাল ধরতে হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে রিজিক বা অন্য কিছুর জন্য ছোট্টাছুটি করছে। কিন্তু তবুও তার পর্দাকে সে বিসর্জন দেয়নি।

অনেকেই তো দুনিয়াবী পেরেশানির কারণে পর্দাকে বিসর্জন দেয়। নিজের রূপ সৌন্দর্যকে প্রদর্শন করে, উপার্জন করে। যেমন রিসিপশনিস্ট এবং সেলস গার্ল। কোম্পানিগুলো তো তাদেরকে মোটেও এমপ্লয়ি ভাবে না বরং প্রোডাক্ট হিসেবে রাখে। তাদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে সামনের সারীতে রাখে। তাদের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে। কাস্টমার এবং ক্লাইন্টকে আকৃষ্ট করে।

কিন্তু ওই পর্দাশীল মেয়েটি তো তা করেনি। নিজের পর্দাকে হেফাজত করেছেন মাশাআল্লাহ।

আমাদের সমাজে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। আমরা প্রথমেই নেগেটিভ চিন্তা করে ফেলি। তাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

কৃত্রিম অপচিকিৎসা থেকে বের হয়ে ন্যাচারাল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ফিরে আসুনঃ

পুরো পৃথিবীতে যে কয়টি ফর্মুলা অর্থাৎ কালো জাদুর দ্বারা ঔষধ বানানো হয় তার মধ্যে দুটি ফর্মুলা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। একটি ব্রিটিশ ফর্মুলা আরেকটি আমেরিকান ফর্মুলা।

এদের ফর্মুলার বাইরে কেউ কোন মেডিসিন তৈরি করতে পারবেনা। কিন্তু এরা এমন ভাবেই মেডিসিন তৈরি করে যে, আপনি এদের একটা মেডিসিন খেয়ে একটা রোগ থেকে ভালো হবেন তো ঠিকই কিন্তু অপর একটা রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবেন।

এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে চেইন বিজনেস।

এরা চায় না আপনি কখনোই পুরাপুরি সুস্থ হয়ে যান। তাহলে তো এদের ব্যবসায়ী বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই এদের জাদুকরি মায়াজাল থেকে বের হওয়ার জন্য উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে আয়ুর্বেদিক এবং হিজামা। দুটোই ন্যাচারাল।

আয়ুর্বেদিক ডিপার্টমেন্ট এর উপরে শয়তানের দল এখনো নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি। তাই যারা এখন ছাত্র আছেন তারা আয়ুর্বেদিক ডাক্তার হওয়ার কোর্স করতে পারেন। আর সাধারণ মানুষ যারা আছেন তারা চেষ্টা করুন ভালো আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নেয়ার জন্য। আমারও ইচ্ছা আছে আয়ুর্বেদিক কোর্স করে আয়ুর্বেদিক ডাক্তার হয়ে মানুষকে প্রাকৃতিক চিকিৎসা দেয়ার, ইনশাআল্লাহ।

জাহেলী অপচিকিৎসা সম্পর্কে জানতে আমার আর্মি অফ দাজ্জাল বইয়ের অপচিকিৎসা বনাম সুন্নাহ চিকিৎসা সিরিজ টি পড়তে পারেন।

চুল বিক্রির ফেতনা:

বর্তমানে অনেক ফেরিওয়ালা বের হয়েছে যারা উচ্চদামে মেয়েদের ফেলে দেওয়া চুল কিনে নেয়। বোনেরা অবশ্যই এসব থেকে নিজেকে সংযত করবেন। নিজের চুলকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবেন। কখনোই এদের কাছে বিক্রি করবেন না। এসব চুল কখনো পরচুলা (আগলা চুল) তৈরিতে ব্যবহার হয় আবার কখনো কালো জাদুতেও ব্যবহার হয়। যদি আপনার চুল কোনোভাবে কালো জাদুকরদের হাতে পরে, তাহলে আপনি বড় ধরনের বিপদে পড়তে পারেন। সুতরাং খুব সাবধান।

ছাত্রদের জন্য গবেষণার সুযোগ বেশি:

স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় ২০১১ সাল থেকে শেষ জামানা নিয়ে গবেষণা করছি আলহামদুলিল্লাহ। কর্মজীবন আর বিবাহিত জীবনে আসার পর প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আগের মত পড়াশোনা বা গবেষণা বা লিখা লিখি কিছুই করতে পারছি না।

তাই স্টুডেন্টদেরকে আহ্বান করব কর্মজীবন এবং বিবাহিত জীবনে আসার আগেই যতটুকু পারা যায় গবেষণা এবং দ্বীনের খেদমত করে নেওয়াই উত্তম। শেষ জামানা নিয়ে নতুন এবং তুখোর গবেষক ও লেখক উঠে আসা দরকার। আমার সব গবেষণা আমার বইগুলোতে আছে। নতুন করে এখন আর গবেষণাও করতে পারি না, লিখতেও পারি না। তাই আমি আহ্বান করব স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা অন্যান্য বইয়ের পাশাপাশি আমার বইগুলোও পড়ে দেখতে পারো। তোমাদের জন্য নতুন গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

নতুন অনেকেই মাশায়াল্লাহ খুব সুন্দর লিখছে। তাদের জন্য দোয়া রইল। তোমরা এগিয়ে যাও এবং গবেষণাকে চালিয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।

জেনারেল লাইন থেকে যারা দ্বীনের উপর আসছেন:

জেনারেল লাইন থেকে যারা নতুন করে দ্বীনের উপরে আসে তাদের উপরে বিভিন্ন রকম সামাজিক পেরেশানি আসে।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী বিভিন্নভাবে হয়রান করতে থাকে।

যত যাই হোক ভেঙ্গে পড়া যাবে না। নিজের দ্বীনের ওপর অটল থাকতে হবে। ঈমান নিয়ে বাঁচতে হবে, ঈমান নিয়ে মরতে হবে।

সাহাবীরা (রাঃ) দ্বীনের উপর ফেরার কারণে তাদের উপর ভয়াবহ রকম শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে তো আর কেউ শারীরিক নির্যাতন করে না বরং কিছু মানসিক পেরেশানি দেয়। এতোটুকুতে হতাশ হয়ে গেলে চলবে না। কয়েক বছর সবর করলে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুকে অনুকূলে করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

ঝড়ের সময়ের বাতাস এবং ইসরাফিল (আ) এর ফু:

আমরা জানি কেয়ামতের দিন ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিংগায় ফু দিবেন। সেই ফুয়ে পুরা পৃথিবী লভভভ হয়ে যাবে। সব কিছু তুলার মত উড়বে। একই সূত্র ধরে আমরা কি বলতে পারি না যে, বর্তমানে ঝড়ের সময় যে তীব্র বাতাস বয়, এটাও ফেরেশতাদের ফু। এখন হয়তো অপবিজ্ঞান প্রেমীরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে আসবে আর দেখানোর চেষ্টা করবে বাতাস কোথায় উৎপত্তি হয় এবং কিভাবে বহে? কিন্তু ওরা তো জানে না পৃথিবী আবদ্ধ। গম্বুজ বিশিষ্ট আসমান দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে আটকে রাখা হয়েছে। ভালো করে মিলিয়ে দেখুন আপনার আবদ্ধ ঘরে যদি ফ্যান না ছাড়েন তাহলে কোথেকে বাতাস আসবে? তাহলে এই আবদ্ধ দুনিয়াতে বাতাস কোথেকে আসে? নিশ্চয়ই এটা ফেরেশতাদের ফু। বাকিটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

দাজ্জালি সিলেবাস তৈরি হয়েছে, আপনাকে সারাজীবন দাস বানিয়ে রাখার জন্যঃ

এডুকেশন, জব এবং স্যালারি সিস্টেমটাকে এমন ভাবেই সাজানো হয়েছে যাতে করে সাধারণ মানুষ কখনোই দারিদ্রতা বা ঋণের শৃংখল থেকে বের হতে না পারে। আপনার মেন্টালিটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে আপনার স্বপ্ন থাকবে আপনি পড়াশোনা করবেন আর একটা চাকরি করে ভালো চাকর হবেন। চাকরি (গোলামি) করাকে আপনার সোনার হরিণ মনে হবে। গোলামী করা ছাড়া নতুন করে অন্য কিছু চিন্তা করার মত মানসিক পরিপক্বতা টুকু আপনি অর্জন করতে পারবেন না। কারণ আপনার সিলেবাসে সেই জিনিস ছিল না। আপনাকে কখনোই তারা ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা বা স্বাধীন উপার্জনকারী হিসেবে স্বপ্ন দেখতে দিবে না। অথচ মাফিয়ারা ঠিকই উদ্যোক্তা হয়ে ব্যবসা করে এবং মার্কেট লিডার হয়ে সারা বিশ্ব দখল করে নেয়। আমাদের অভিভাবকেরা একটা বাচ্চার পড়াশোনার পিছে যেই খরচটা করে। সেই খরচ দিয়ে যদি বাচ্চাকে হাতের কোন কাজ শিখিয়ে তাকে কিছু টাকা দিয়ে ব্যবসা করাতো, তাহলে সে অনেক আগেই একজন ভালো ব্যবসায়ী হয়ে যেত। কিন্তু তারা, তা না করে দাজ্জালি সিলেবাস এর ফাঁদে পা দিয়ে তার সন্তানকে গোলামী করানোর জন্য ৩০ বছর পর্যন্ত পড়াশোনা করাতে থাকে। পরবর্তীতে সেই ছেলে যখন চাকরি পায় না তখন পরিবারই আবার তাকে ভৎসনা দিতে থাকে। অভিভাবকদের উচিত এই দাজ্জালী অপশিক্ষা থেকে বের হয়ে আসা।

ফেতনা গুলোর নতুন নতুন মোড়ক:

দাজ্জালের বাহিনী ফেতনা গুলোকে নতুন নতুন খোলসে ভরে আপনাদের সামনে প্রতিনিয়ত হাজির করবে। এই ফেতনা গুলোকে চিনার জন্য অভূতদৃষ্টি প্রয়োজন। তাই আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক করুন। আল্লাহ আপনার অন্তর দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করে দিবেন। তখন আপনি দাজ্জালের ফেতনা গুলোকে খুব সহজেই চিনতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি দাজ্জালের কপালের কাফের লিখাটিও পড়তে পারবেন।

এছাড়া আপনি যতই শিক্ষিত হন না কেন, দাজ্জালের কপালের কাফ ফা র লিখাটি পড়তে পারবেন না, আর নিত্যনতুন ফেতনা গুলোও ধরতে পারবেন না।

উল্টা আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার নামে আপনি দাজ্জালি ফেতনার বেড়াজালে আটকে যাবেন।

মুসলিম উম্মার বয়স আর ৫০ বা ১০০ বছর?

মুসলিম উম্মার বয়স আর ৫০ বা ১০০ বছর আছে এই কথাটা একটু কনফিউজিং। কারণ ইয়াজুজ মাজুজ ধবংসের পর ঈসার (আঃ) আন্ডারে পুরো পৃথিবী আবার মুসলিম হয়ে যাবে। এরপর লম্বা সময় পর মানুষ ধীরে ধীরে পুনরায় গাফেল হওয়া শুরু করবে। তারপর সমতলে বিছানো হ্রির পৃথিবীতে ছোট সূর্যটি বাস্তবিক অর্থেই পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, এবং তওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর দাববাতুল আরদ এসে কাফের এবং মুমিনের কপালে কালারিং করে দিবে। আরো অনেক কিছু এখনো বাকি রয়েছে। সুতরাং বিষয়টা ভাবা দরকার।

স্বামী স্ত্রীর মিলন বনাম গাইনোকোলজিক্যাল ব্যবসা:

স্বামী স্ত্রী সঠিক নিয়মে (সুন্নত তরিকায়) মিলিত না হওয়ায় এবং বিভিন্ন রকম জন্মবিরতি পদ্ধতি ব্যবহার করার খেসারত দিতে হয় স্ত্রীকে। এসব কারণে স্ত্রী একসময় রোগের ফ্যাক্টরি তে পরিণত হয়। আর এই সুযোগে গড়ে ওঠে গাইনোকোলজি ডিপার্টমেন্ট এর নামে রমরমা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। বেশির ভাগ মেয়ে বিয়ের আগে সুস্থ থাকলেও বিয়ের পর তাদের হাজার হাজার রোগ দেখা দেয়। কারণ তো ওই একটাই, সহবাসের সঠিক নিয়মাবলী অনুসরণ না করা। এ ব্যাপারে অনেক ভালো ভালো বই আছে, আপনারা খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। সুতরাং সঠিক নিয়মে দাম্পত্য জীবন কাটান। নয়তো, গাইনোকোলজিস্ট নামক ব্যবসায়ীদের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে জীবন শেষ হয়ে যাবে।

উপসংহার: সূচনাতেই তো বলে দিয়েছি যে এটা কোনো বই নয় বরং

ফেসবুকে লেখা পোস্টগুলোর সংকলন। সুতরাং এখানে বইয়ের গুণগতমান না থাকাটাই স্বাভাবিক। তারপরও আমি চেষ্টা করেছি একটার পর একটা আর্টিকেল সাজিয়ে রাখার জন্য। যেন আপনাদের পড়তে সুবিধা হয়। পুরোপুরি হয়তো পারিনি। কারণ আমি একাই আমার ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে কাজ করেছি। একবার প্রুফ রিড করেছি। তারপরেও ভুল হয়তো রয়েই গেছে। বানান এবং দাড়ি-কমা ইত্যাদি সাজানো তে হয়তো অনেক অসঙ্গতি রয়েছে।

সবকিছুতে ইনশাআল্লাহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেখবেন আশা করছি। আর আপনাদের উৎসাহ পেলে পরবর্তীতে আরো সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করব।

আসলে একসাথে বসে পুরো একটি বই লেখার মত সময় হয়ে ওঠে না। তাই এই লেখাগুলো একসাথে করে বই এর মতো বানানোর চেষ্টা করি।

আমার পূর্ণাঙ্গ একটিই বই আছে। সেটা হচ্ছে তুর পাহারের যাত্রী। কিন্তু সেটা যে কিভাবে তৈরি করে ফেলেছি আমি এখন ভাবলে নিজেই অবাক হয়ে যাই। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আসলে কখনোই পারতাম না। যাই হোক

তারপরও আশা করছি এসব লেখা থেকে আপনারা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন। আর মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। হয়তো আমার লেখায় কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল থাকতেও পারে। সেগুলো আমাকে ধরিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে রাখুক। আমাদের সকল প্রচেষ্টা তো একটাই, যেন আমরা সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। দ্বীনের উপর টিকে থাকতে পারি। ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছাতে পারি। যে যাই করছে সবাই তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করছে। তাই সবার সব প্রচেষ্টাকেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখব ইনশাআল্লাহ। এর পরের পোস্ট গুলো দিয়ে ইনশাআল্লাহ এইজ অফ ডার্ক ফিতনার চতুর্থ খন্ড বানানোর চেষ্টা করব। দোয়ার দরখাস্ত।

-The End-